১. বাঙালি জাতির প্রধান অংশ কোন মূল জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত?

ক. দ্রাবিড় খ. নেগ্রিটো

গ. ভোটচীন ঘ. অস্ট্রিক উ: ঘ

বিদ্যাবাড়ি 🤡 ব্যাখ্যা

বাঙালি জাতির প্রধান অংশ অস্ট্রিক মূল জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্গত। জাতি হিসেবে এদের বলা হয় নিষাদ। অস্ট্রিকদের আদি বাসস্থান দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া। এখান থেকে এরা অস্ট্রেলিয়া, পাপুয়া নিউ গিনি, পূর্ব ভারত, বাংলাদেশ সহ আশেপাশের দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে এবং এ অঞ্চলে অস্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠী গড়ে তোলে। অস্ট্রিকদের আগমনের ফলে এ অঞ্চলের আদি অধিবাসী নেগ্রিটোরা নিজেদের স্বতন্ত্রতা হারিয়ে ফেলে। প্রায় সমসাময়িক আরেকটি উন্নত জাতিগোষ্ঠী দ্রাবিড়, অস্ট্রিক জাতিকে ক্রমেই গ্রাস করে ফেলে। সবার শেষে ভোটচীনারা এখানে আগমন করে, যাদেরকে বর্তমানে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী হিসেবে চিনি।

২. বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদের নাম কি?

ক. পুদ্ৰ খ. তাশুলিপ্ত

গ. গৌড় ঘ. হরিকেল উ: ক

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

পুদ্র বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদ। বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া, রাজশাহী ও দিনাজপুর জেলায় বিস্তৃত ছিলো পুদ্র জনপদ বা পুদ্রবর্ধন। এর রাজধানী ছিলো পুদ্রনগর যা বর্তমানে মহাস্থানগড় নামে পরিচিত। এটি করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত। বৈদিক সাহিত্যে পুদ্রদের সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ৬৩৯-৪৫ সালে পুদ্রবর্ধন ভ্রমণ করেন। চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত হরিকেল জনপদ এবং পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় সপ্তম শতকের দিকে গড়ে উঠে তাম্রলিপ্ত জনপদ।

৩. বাংলা (দেশ ও ভাষা) নামের উৎপত্তির বিষয়টি কোন গ্রন্থে সর্বাধিক উল্লেখিত হয়েছে?

ক. আলমগীরনামা খ. আইন-ই-আকবরী

গ. আকবরনামা ঘ. তুজুক-ই-আকবরীউ: খ

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে বাংলা (দেশ ও ভাষা) নামের উৎপত্তির বিষয়টি সর্বাধিক উল্লেখিত হয়েছে। ষোড়শ শতাদীতে আবুল ফজল রচিত মোঘল সম্রাট আকবরের প্রশাসনের বিস্তারিত বর্ণনাসমৃদ্ধ একটি গ্রন্থ। আবুল ফজল রচিত আকবর নামা গ্রন্থের তৃতীয় ও শেষ অংশ এটি। তার গ্রন্থে 'আল' শব্দের অর্থ বাধ দেওয়া যা দিয়ে ফসলি ক্ষেতের সীমানাকে বোঝানো হতো। এই আলের সাথে প্রাচীন কাল থেকে পরিচিত বঙ্গ যোগ হয়ে পরবর্তীতে বাঙালাহ এবং বর্তমান বাংলা থেকে বাংলাদেশ। এছাড়াও ঐতিহাসিক পরিব্রাজক মেগান্থিনিসের 'ইন্ডিকা' গ্রন্থেও 'গঙ্গারিডই' নামে পরিচিত বাংলার বিবরণ রয়েছে। ঋগবেদের 'ঐতরেয় আরণ্যক' এর ২-১-১ নম্বর শ্লোকেও বঙ্গদেশের নাম পাওয়া যায়।

8. ঢাকার লালবাগের দুর্গ নির্মাণ করেন:

ক. শাহ সুজা খ. শায়েস্তা খান

গ. মীর জুমলা ঘ. সুবেদার ইসলাম খান উ: খ

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

মোঘল রাজপুত্র আজম শাহ বাংলার সুবেদার থাকাকালীন লালবাগ কেল্লার নির্মাণকাজ শুরু করেন ১৬৭৮ সালে। নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার আগেই পিতা সম্রাট আওরঙ্গজেব তাকে মারাঠিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিতে দিল্লি ডেকে পাঠান। পরবর্তীতে ১৬৮০ সালে সুবেদার শায়েস্তা খাঁ এর নির্মাণকাজ সমাপ্ত করেন। যার কারণে তাকেই লালবাগ কেল্লার নির্মাতা বলা হয়। এখানে তার কন্যা ইরান দুখতের (পরী বিবি) কবর অবস্থিত। এছাড়াও তিনি বকশীবাজারে অবস্থিত হোসেনী দালান, ছোট কাটরা, মোহাম্মদপুরে অবস্থিত সাত গম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করেন। অপরদিকে, শাহ সুজা চকবাজারে অবস্থিত বড় কাটরা, ধানমন্ডি ইদগাহ নির্মাণ করেন। মীর জুমলার বিখ্যাত কাজ বর্তমান দোয়েল চত্বর এলাকায় ঢাকা গেইট নির্মাণ করা, তার আসাম যুদ্ধে ব্যবহৃত কামান বর্তমানে ওসমানী উদ্যানে সংরক্ষিত আছে।

৫. বাংলার 'ছিয়াত্তরের মম্বন্তর'-এর সময় কাল:

ক. ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দ খ. ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দ

গ. ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দ ঘ. ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ**উ**: ক

বিদ্যাৰাড়ি 🐼 ব্যাখ্যা

ছিয়ান্তরের মন্বন্ধরের সময়কাল ১৭৭০ সাল। ১৭৬৫ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পাানির হাতে বাংলার দেওয়ানি ক্ষমতা চলে যায় লর্ড ক্লাইভের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রণয়নের ফলে। যার কারনে বাংলার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে চরম অব্যবস্থাপনায়। এর ফলে ১৭৭০ সালে (বাংলা ১১৭৬) ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, যাতে মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বাংলা ১১৭৬ সালে এই দুর্ভিক্ষ সংগঠিত হয় বলে একে ইতিহাসে ছিয়ান্তরের মন্বন্ধর বলে অভিহিত করা হয়।

৬. সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়?

ক. ৩১ জানুয়ারি ১৯৫২খ. ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

গ. ১৮ জানুয়ারি ১৯৫২ঘ. ২০ জানুয়ারি ১৯৫২ 🕏: ক

বিদ্যাবাড়ি 🔗 ব্যাখ্যা

ত১ জানুয়ারি, ১৯৫২ সালে মাওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন রাজনৈতিক সাংষ্কৃতিক দলের প্রতিনিধিদের এক সভায় 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়, য়য় আহবায়ক ছিলেন কাজী গোলাম মাহবুব। এটি একটি রাজনৈতিক পরিষদ হিসেবেও পরিচিতি পায়। তমদ্দুন মজলিশ প্রথম ভাষা রক্ষার তাগিদে সাংষ্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৪৭ সালে ২ সেপ্টেম্বর। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার উদ্দেশ্যে ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ কামরুদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে কাজী গোলাম মাহবুবকে আহবায়ক করে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা হয়।

৭. ৬ দফা দাবি পেশ করা হয়:

ক. ১৯৭০ সালে খ. ১৯৬৬ সালে

গ. ১৯৬৫ সালে ঘ. ১৯৬৯ সালে উ: খ

বিদ্যাবাড়ি 🔗 ব্যাখ্যা

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলগুলোর সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু প্রথম ৬ দফা দাবি তুলে ধরেন। এর মূল লক্ষ্য ছিলো পূর্ব পাকিস্তানকে সামরিক শাসন থেকে রক্ষা এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে মুক্ত করা। ১৯৬৬ সালের ২৩ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে ৬ দফা ঘোষণা করেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিপক্ষে ব্যাপক বিক্ষোভ ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। ছাত্ররা ১১ দফা দাবি পেশ করে ৬ দফাকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৮. বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ভাষণের সময়কাল পূর্ব পাকিস্থানে যে আন্দোলন চলছিল সেটি হলো:

ক. ইসলামাবাদের সামরিক পদত্যাগের আন্দোলন

- খ. পূর্ব পাকিস্তানের অসহযোগ আন্দোলন
- গ. প্রেসিডেন্ট ইয়াহহিয়ার পদত্যাগ আন্দোলন
- ঘ. মার্শাল 'ল' পদত্যাগের আন্দোলনউ: খ

বিদ্যাবাড়ি 🔗 ব্যাখ্যা

বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ভাষণের সময় পূর্ব পাকিস্তানে প্রবল অসহযোগ আন্দোলন চলছিলো। ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ৩ মার্চ নির্ধারিত জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত হলে ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারাদেশে হরতালের ডাক দেন। সেদিন থেকে অঘোষিত অসহযোগ চললেও ৭ মার্চের ভাষণে আনুষ্ঠানিকভাবে এর ডাক দেওয়া হয়। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক গণহত্যা শুরুর আগ পর্যন্ত এ আন্দোলন অব্যাহত ছিলো।

৯. ২৬ মার্চ ১৯৭১-এর স্বাধীনতা ঘোষণা বঙ্গবন্ধু জারী করেন-

- ক. বেতার/রেডিওর মাধ্যমে
- খ. ওয়্যারলেসের মাধ্যমে
- গ, টেলিগ্রামের মাধ্যমে
- ঘ. টেলিভিশনের মাধ্যমে

উ: খ

বিদ্যাৰাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ রাতে ২৬ শে মার্চ প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরীহ বাঙালিদের উপর নির্বিচারে গণহত্যা/হত্যাযজ্ঞ চালায়। একই রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পূর্বে তিনি ইপিআরের ওয়্যারলেসের মাধ্যমে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা প্রেরণ করেন। পরদিন ২৬ শে মার্চ চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সম্পাদক এম এ হান্নান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর নামে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষনা করেন।

১০. বাংলাদেশে রোপা আমন ধান কাটা হয়-

- ক. আষাঢ়-শ্রাবণ মাসেখ. ভাদ্র-আশ্বিন মাসে
- গ. অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ঘ. মাঘ-ফাল্পন উ: গ

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

বাংলাদেশে রোপা আমন ধান কাটা হয় অগ্রহায়ন-পৌষ মাসে (নভেম্বর-জানুয়ারি)। আউশ ধান কাটা হয় জুলাই-আগস্ট মাসে। বোরো ধান কাটা হয় এপ্রিল-মে মাসে। আষাঢ়-শ্রাবন ধানের চারা রোপনের ভরা মৌসুম।

১১. সুন্দরবন-এর কত শতাংশ বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে পড়েছে?

ক. ৫০% খ. ৫৮%

গ. ৬২% ঘ. ৬৬% উ: গ

विमावाि 🐼 वााभा।

সুন্দরবন বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের ৫টি জেলা (খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী ও বরগুনা) এবং পশ্চিম বঙ্গের ২টি (উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা) এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। বঙ্গীয় ব- দ্বীপে অবস্থিত এই বনভূমির মোট আয়তন ১০,০০০ বর্গকি.মি.। যার মধ্যে বাংলাদেশ অংশে পড়েছে ৬০১৭ বর্গ কি.মি., যা শতকরা হিসেবে প্রায় ৬২ শতাংশ।

১২. MDG- এর অন্যতম লক্ষ্য কি?

- ক. দেশ থেকে পোলিও নিৰ্মূল
- খ. HIV/AIDS নির্মূল করা
- গ. যক্ষা নির্মূল করা

ঘ. ক্ষুধা ও দারিদ্র দূর করা উ: ঘ

বিদ্যাৰাড়ি 父 ব্যাখ্যা

MDG (সহস্রান্দ উন্নয়ন লক্ষ্য)- Millennium Development Goals এর ৮টি লক্ষ্যের প্রথম ও অন্যতম লক্ষ্য হলো ক্ষুধা ও দারিদ্র দূর করা। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ আয়োজিত সহস্রান্দ শীর্ষ বেঠকে বিশ্বনেতারা সম্মিলিতভাবে ২০১৫ সালের মধ্যে নিজ নিজ দেশে ৮টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেন। সহস্রান্দ উন্নয়ন লক্ষ্যের অংশ হিসেবে শিশুমৃত্যু রোধে বড় সাফল্যের জন্য জাতিসংঘের পুরস্কার অজর্ন করে বাংলাদেশ। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা হলোঃ

- ১। চরম দারিদ্র ও ক্ষুধা নির্মূলকরণ (Eradicate extreme poverty and hunger)।
- ২। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন (Achieve universal primary education)।
- ৩। নারী-পুরুষ সমতা অর্জন এবং নারীর ক্ষমতায়নে উৎসাহ দান (Promote gender equality and empower women)।
- ৪। শিশু মৃত্যুহার হ্রাসকরণ (Reduce child mortality)।
- ৫। মাতৃষান্থের উন্নয়ন (Improve maternal health)
- ৬। এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগব্যাধি দমন (Combat HIV/AIDS, Malaria and other diseases)
- ৭। পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ (Ensure environmental sustainability)
- ৮। সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা (Develop a global partnership for development)

১৩. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের কততম সংশোধনীর মাধ্যমে রদ করা হয়েছে?

ক. ১২তম খ. ১৩তম

গ. ১৪তম ঘ. ১৫তম উ: ঘ

বিদ্যাবাড়ি 父 ব্যাখ্যা

১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে ৩০ জুন ২০১১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা রদ করা হয়। ১৩তম সংশোধনীর মাধ্যমে ২৭ মার্চ ১৯৯৬ এ ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়েছিলো। এই সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭২ সালের সংবিধানের মূলনীতিতে প্রত্যাবর্তন করা হয়। সংরক্ষিত নারী আসন ৪৫টি থেকে ৫০টিতে বৃদ্ধি করা হয়। জাতির পিতার স্বীকৃতি ও প্রতিকৃতি সংরক্ষণে বাধ্যবাধকতা। জাতির পিতার ৭ মার্চের ভাষণ, স্বাধীনতার ঘোষনা ও ঘোষনাপত্র তফসিলে যুক্ত করা হয়।

১৪. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কয় কক্ষবিশিষ্ট?

ক. এক কক্ষ খ. দুই বা কক্ষ

গ. তিন কক্ষ ঘ. বহুকক্ষ বিশিষ্ট**উ**: ক

বিদ্যাবাড়ি 🔗 ব্যাখ্যা

যে কোনো দেশের আইন পরিষদ এক কক্ষ বা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হয়ে থাকে। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ এককক্ষ বিশিষ্ট; এ আইনসভার সদস্য সংখ্যা ৩৫০। যার মধ্যে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন ৩০০ জন সংসদ সদস্য এবং অবশিষ্ট ৫০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত। ৩০০ নির্বাচিত সংসদ সদস্যের ভোটে (পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি) সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যগণ নির্বাচিত হন।

১৫. ভারতের কতটি 'ছিটমহল' বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে?

ক. ১৬২টি খ. ১১১টি

গ. ৫১টি ঘ. ১০১টি উ: খ

বিদ্যাৰাড়ি 🔗 ব্যাখ্যা

১৯৪৭ সালে দেশভাগের ফলে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কিছু ভূখণ্ড অমীমাংসিত থাকে। বাংলাদেশের কিছু অংশ ভারতের ভিতর এবং ভারতের কিছু অংশ বাংলাদেশের ভিতরে থাকে। এমন ভূমিকে ভৌগোলিক ভাবে ছিটমহল বলা হয়। ২০১৫ সালের ১ আগস্ট রাতে ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে ছিটমহল বিনিময় সম্পন্ন হয়। এতে করে বাংলাদেশের ভেতর থাকা ভারতের ১১১টি ছিটমহল বাংলাদেশ এর অন্তর্ভুক্ত হয়, যার পরিমান ১৭,১৬০ একর। একইভাবে ভারতে থাকা বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল ভারত পায়। এর মাধ্যমে দুদেশের মধ্যে ৬৮ বছর ধরে চলা বিবাদমান ছিটমহল সমস্যার সমাধান হয়। কোন জেলায় কতটি ছিটমহল ছিলো: লালমনিরহাট- ৫৯, পঞ্চগড়- ৩৬, কুড়িগ্রাম- ১২, নীলফামারী- ৪

১৬. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান কোনটি?

- ক. ২২°-৩০' ২০°-৩৪' দক্ষিণ অক্ষাংশে
- খ. ৮০°-৩১′ ৪০°-৯০′ দ্রাঘিমাংশে
- গ. ৩৪°-২৫′ ৩৮′ উত্তর অক্ষাংশে
- ঘ. ৮৮°-০১' থেকে ৯২°৪১' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে উ: ঘ

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

বাংলাদেশ ৮৮°০১' থেকে ৯২°৪১' পূর্ব দ্রাঘিমারেখা এবং ২০°৩৪' থেকে ২৬°৩৮' উত্তর অক্ষরেখায় অবস্থিত। বাংলাদেশের ঠিক মধ্যভাগ দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা (Tropic of Cancer) অতিক্রম করেছে। গ্রীনিচ মান মন্দির থেকে পূর্ব হওয়ায় বাংলাদেশের GMT মান + 6।

১৭. বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় কবে?

- ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭৩ সালে
- গ. ১৯৭৪ সালে ঘ. ১৯৭৭ সালে উ: গ

বিদ্যাৰাড়ি 🤡 ব্যাখ্যা

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম জনশুমারি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালে। মোট জনসংখ্যা ছিলো ৭,৬৩,৯৮,০০০। এ পর্যন্ত দেশে সর্বমোট ৬ বার জনশুমারি অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ জনশুমারি হয় ২০২২ সালের ১৫-২১ জুন। এবারই প্রথম ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে জনশুমারি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

১৮. কোন উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ধর্ম ইসলাম?

- ক. রাখাইন খ. মারমা
- গ. পাঙন ঘ. খিয়াং উ: গ

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

বাংলাদেশে বসবাসরত ৫০টি নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র পাঙ্চন উপজাতির ধর্ম ইসলাম। এরা পারিবারিকভাবে পিতৃতান্ত্রিক। মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলায় পাঙ্চন উপজাতির বসবাস। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের মণিপুর আসাম ও ত্রিপুরাতেও অধিক সংখ্যক পাঙ্চনদের বাস।

১৯. ঢাকার 'ধোলাই খাল' কে খনন করেন?

- ক. পরিবিবি খ. ইসলাম খান
- গ. শায়েন্তা খান ঘ. ঈশা খান উ: খ

বিদ্যাবাড়ি 🔗 ব্যাখ্যা

ঢাকার প্রথম মোঘল সুবাদার ইসলাম খান কর্তৃক ১৬০৮-১৬১০ খ্রিস্টাব্দে ধোলাই খাল খনন করা হয়। খালটি শহরকে সুরক্ষার পাশাপাশি অভ্যন্তরীন নৌ যোগাযোগের সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে খনন করা হয়। সময়ের পরিক্রমায় খাল পার্শ্ববর্তী এলাকার নাম ধোলাই খাল হয়ে যায়। খালটি বালু নদীকে বুড়িগঙ্গার সাথে যুক্ত করেছিল।

২০. বাংলাভাষাকে পাকিস্তান গণপরিষদ কোন তারিখে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়?

ক. ৯ মে ১৯৫৪ খ. ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩

গ. ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ঘ. ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ টঃ ৭ মে, ১৯৫৪

বিদ্যাৰাড়ি 🔗 ব্যাখ্যা

১৯৫৪ সালের ৭মে পাকিস্তান গণপরিষদ কর্তৃক বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। সাংবিধানিকভাবে ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়।

২১. মুক্তিযুদ্ধকালীন কোন তারিখে বুদ্ধিজীবীদের ওপর ব্যাপক হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়?

ক. ২৫ মার্চ ১৯৭১ খ. ২৬ মার্চ ১৯৭১

গ. ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ঘ. ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ টঃ গ

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধের প্রায় শেষ পর্যায়ে যখন দেশ স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে, তখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের এদেশীয় দোসরদের (রাজাকার) সহযোগিতায় জাতির সূর্যসন্তান বুদ্ধিজীবীদের উপর নৃ-শংস হত্যাযজ্ঞ চালায়। বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করার লক্ষ্যে ইতিহাসের এই ঘৃণ্য গণহত্যা চালানো হয়। আর ১৯৭১ সালের ২৫ ও ২৬ মার্চ যথাক্রমে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় এবং স্বাধীনতার ঘোষনা করা হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের চূড়ান্ত বিজয় সংঘটিত হয়।

২২. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ কোনটি?

ক. যুক্তরাজ্য খ. পূর্ব জার্মানি

গ. স্পেন ঘ. গ্রস উ: খ

বিদ্যাৰাড়ি 🤡 ব্যাখ্যা

প্রথম ইউরোপীয় দেশ হিসেবে ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি তৎকালীন পূর্ব জার্মানি বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ক্রমান্বয়ে যুক্তরাজ্য ১৯৭২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি, গ্রীস ১৯৭২ সালের ১১ মার্চ এবং স্পেন ১৯৭২ সালের ১২ মে বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

২৩.বাংলাদেশের বৃহত্তর জেলা কতটি?

ক. ১৭টি খ. ২০টি

গ. ৬৪টি ঘ. ১৯টি উ: ==

বিদ্যাবাড়ি 🔗 ব্যাখ্যা

১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশ ভূখন্ডে জেলার সংখ্যা ছিল ১৬টি। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় নদীয়া জেলা থেকে প্রাপ্ত অংশ নিয়ে বাংলাদেশ ভূখন্ডে ১৭০ম জেলা 'কুষ্টিয়া' গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৬৯ সালের ১ জানুয়ারি বৃহত্তর বরিশাল জেলা থেকে পটুয়াখালী (১৮০ম) এবং একই সালের ১ ডিসেম্বর বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা জোনকে টাঙ্গাইল (১৯০ম) জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এরপর ২৬ ডিসেম্বর ১৯৭৮ বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা থেকে ২০০ম জেলা হিসেবে গঠিত হয় জামালপুর। তারপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন তারিখ ও প্রজ্ঞাপন মূলে দেশে জেলার সংখ্যা হয় ৬৪টি।

২৪. 'শুভলং' ঝরনা কোন জেলায় অবস্থিত?

- ক. রাঙামাটি খ. বান্দরবান
- গ. মৌলভীবাজার ঘ. সিলেট উ: ক

বিদ্যাৰাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

রাঙ্গামাটি সদর হতে মাত্র ২৫ কিলোমিটার দূরত্বে শুভলং বাজারের পাশেই শুভলং ঝর্নার অবস্থান। বর্ষা মৌসুমে প্রায় ১৪০ ফুট উঁচু পাহাড় থেকে বিপুল জলধারা কাপ্তাই লেকে আছড়ে পড়ে। বান্দরবানের থানচিতে বাকলাই জলপ্রপাত; মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা ও কমলগঞ্জ উপজেলায় যথাক্রমে মাধবকুন্তু ও হামহাম জলপ্রপাতদ্বয় অবস্থিত।

২৫. বাংলাদেশের উষ্ণতম স্থানের নাম কি?

- ক. পুটিয়া, রাজশাহীখ. নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
- গ. नानभूत, नाटोत घ. ঈश्वतमी, भावना 🕃 গ

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

নাটোরের লালপুর বাংলাদেশের সর্বোচ্চ উষ্ণতম স্থান। দেশের সর্বনিমু বৃষ্টিপাত এ অঞ্চলেই হয়ে থাকে। দেশের সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত যুক্ত স্থান সিলেটের লালখান। শীতলস্থার স্থান মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল।

২৬.বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা কবে গৃহীত হয়?

- ক. ১৭ জানুয়ারি ১৯৭২খ. ২৬ মার্চ ১৯৭১
- গ. ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ঘ. ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ টঃ ক

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার বর্তমান রূপটি ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি সরকারিভাবে গৃহীত হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় প্রায় একই রকম দেখতে একটি পতাকা ব্যবহার করা হতো, যেখানে মাঝের লাল বৃত্তের ভেতর হলুদ রঙের একটি মানচিত্র ছিল। ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ বাংলাদেশের পতাকা থেকে মানচিত্রটি সরিয়ে ফেলা হয়। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন তৎকালীন ডাকসু নেতা আ.স.ম. আব্দুর রব।

নোট: মানচিত্র খচিত পতাকার ডিজাইনার শিব নারায়ন দাস। বর্তমানে স্বীকৃত ও ব্যবহৃত পতাকার ডিজাইনার কামরুল হাসান।

২৭. কোনো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীতের কত চরণ বাজানো হয়?

- ক. প্রথম ১০টি খ. প্রথম ৪টি
- গ. প্রথম ৬টি ঘ. প্রথম ৫টি উ: খ

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

১৯০৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক রচিত 'আমার সোনার বাংলা' শীর্ষক সঙ্গীতটির প্রথম ১০ লাইন ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়। যে কোনো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীতের চার লাইন বাজানো হয়। গগণ হরকরার 'আমি কোথায় পাবো তারে' গান থেকে মূলত রবীন্দ্রনাথ সুর গ্রহন করে।

২৮. ECNEC- এর চেয়ারম্যান বা সভাপতি কে?

- ক. অর্থমন্ত্রী খ. প্রধানমন্ত্রী
- গ. পরিকল্পনামন্ত্রী ঘ. স্পীকার উ: খ

বিদ্যাবাড়ি 🔗 ব্যাখ্যা

সর্বশেষ ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী একনেকের সভাপতি এবং অর্থমন্ত্রী বিকল্প সভাপতি। ১৯৮২ সালে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্তে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির গঠন কাঠামো ও কার্যাবিলি নিরূপন করা হয়। অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রীকে আহবায়ক করে এই কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বরে একনেকের সভাপতি হন অর্থমন্ত্রী। সে বছর অক্টোবরে এর সভাপতি হন সরকার প্রধান। ২০০০ সালের জানুয়ারিতে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে একনেকের সদস্য তালিকা থেকে পরিকল্পনা মন্ত্রীকে বাদ দেওয়া হয়।

২৯. 'অগ্নিশ্বর' কি ফসলে উন্নত জাত?

ক. ধান খ. কলা

গ্পাট ঘ্গম উ:খ

বিদ্যাবাড়ি 父 ব্যাখ্যা

অগ্নিশ্বর, অমৃতসাগর, সিঙ্গাপুরী, সবরী, বারী কলা-১, চাঁপা, কবরী ও মেহেরসাগর কয়েকটি অন্যতম উন্নতজাতের কলা। বি আর ১-২, মালা, আশা, মুক্তা, প্রগতি উন্নতজাতের ধান। সোনালিকা, দোয়েল, কাঞ্চন, বলাকা, আকবর উন্নত জাতের গম। বিকেআরআই তোষা, দেশি ৫,৬ কিছু উন্নতজাতের পাট।

৩০.বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ সরকারের বড় অর্জন কোনটি?

- ক. যুদ্ধাপরাধীদের বিচারখ. সমুদ্রসীমা বিজয়
- গ. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভঘ. বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি উ: ক

বিদ্যাৰাড়ি 🔗 ব্যাখ্যা

উপরে উল্লেখিত অপশনের সবগুলোই সঠিক। তবে অভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক চাপ উপেক্ষা করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু করা এবং শেষ করা এই সময়ে সরকারের সবচেয়ে বড় অর্জন হিসেবে বিবেচিত। ৭১ এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত ট্রাইবুনাল। আইন, ১৯৭৩ এর সংশোধনী পাশের মাধ্যমে ২০১০ এর ২৫ মার্চ গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে।

৩১. কোন সংকটকে কেন্দ্র করে ১৯৫০ সালে 'শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব' জাতিসংঘের মাধ্যমে পেশ করা হয়?

- ক. ভিয়েতনাম সংকটখ. সাইপ্রাস সংকট
- গ. কোরিয়া সংকটঘ. প্যালেস্টাইন সংকটউঃ গ

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

১৯৫০ সালের ২৫ শে জুন দুই কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধ শুরুর পর মোট তিন বছর চলেছে। ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসের ২৭ তারিখ থামে সে যুদ্ধ। যুদ্ধ শুরুর প্রাথমিক দিকে কোরিয়া সংকট নিরসনে একই বছর ৩ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত একটি প্রস্তাব শান্তির জন্য ঐক্য প্রস্তাব যা The Uniting for peace resolution।

৩২.সুয়েজ খাল কোন বছর চালু হয়?

ক. ১৯০৩ খ. ১৮৬৯

গ. ১৮৮৯ ঘ. ১৮৫৬ উ: খ

বিদ্যাবাড়ি 父 ব্যাখ্যা

সুয়েজ খাল নৌ চলাচলের জন্য প্রথম খুলে দেওয়া হয় ১৮৬৯ সালের ১৭ নভেম্বর। এর ঠিক ১০ বছর আগে ১৮৫৯ সালের ২৪ এপ্রিল ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য সুয়েজ খাল খনন শুরু হয়। ফরাসি ইঞ্জিনিয়াররা এ খাল নির্মান করে। ১৯৫৬ সালের ২৬ জুন মিশরীয় রাষ্ট্রপ্রধান জামাল আবদেল নাসের সুয়েজ খালের জাতীয়করণ করেন।

৩৩.নিম্নলিখিত কোনটি International Earth day?

ক. ১৮ এপ্রিল খ. ২০ এপ্রিল

গ. ২২ এপ্রিল ঘ. ২৪ এপ্রিল উ: গ

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

১৯৭০ সালের ২২ এপ্রিল প্রথমবার পালিত হয়েছিল International Mother Earth Day বা আন্তর্জাতিক ধরিত্রী দিবস। মার্কিন সিনেটর গেলর্ড নেলসন এর প্রচলন করেন। প্রতিবছর ২২ এপ্রিল এই দিনটি পালন করা হয়। দিবসটি আন্তর্জাতিকভাবে পালন শুরু হয়। অপরদিকে, ১৮ এপ্রিল বিশ্ব ঐতিহ্য দিবস, ২৪ এপ্রিল বিশ্ব পশু গবেষণাগার দিবস হিসেবে পালিত হয়।

৩৪. প্রেসিডেন্ট উদ্রো উইলসনের 14 points এ কত নম্বর point এ জাতিপুঞ্জের সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে?

ক. ৯ খ. ১২

গ. ১৩ ঘ. ১৪ উ: ঘ

বিদ্যাৰাড়ি 🤡 ব্যাখ্যা

১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের ৮ জানুয়ারি মার্কিন রাষ্ট্রপতি উদ্রো উইলসন বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র রক্ষা এবং ইউরোপের যথাযোগ্য পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে মার্কিন কংগ্রেসে তাঁর বিখ্যাত ১৪ দফা নীতি ঘোষণা করেন। এই নীতির ১৪তম পয়েন্টের শর্তাবলি ছিলো, 'ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানই পরে জাতিপুঞ্জ বা লীগ অব নেশনস' নামে পরিচিত হয়। ৯, ১২ ও ১৩ নম্বর পয়েন্ট যথাক্রমে ইতালির সীমান্ত পুন নির্ধারণ, তুরক্ষের সমস্যাগুলোর সমাধান এবং স্বাধীন পোল্যান্ড রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

৩৫.১৭৮৩ সালে ভার্সাইতে কয়টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?

ক. ২ খ. ৩

গ. ৪ ঘ. ৫ উ: গ

বিদ্যাবাড়ি 🔗 ব্যাখ্যা

১৭৮৩ সালের ভার্সাই চুক্তি বা প্রথম ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীর Hall of Mirror প্রাসাদে। এতে মোট চারটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গ্রেট ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় জর্জ এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের শান্তি চুক্তি, যার ফলে যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটিশদের থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে। ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুই এর প্রতিনিধিগণ স্পেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের মধ্যে দুটি চুক্তি এবং ডাচ প্রজাতন্ত্রের রাজ্য প্রধানদের প্রতিনিধিদের মধ্যে চুক্তি।

৩৬.লাওসের (Loas) সরকারি নাম কি?

- ক. Loas People's Democratic Republic
- খ. Kingdom of Laos
- গ. Republic of Laos
- ঘ. Democratic Republic of Laos টা ক

বিদ্যাবাড়ি 🔗 ব্যাখ্যা

লাওসের সরকারি নাম Laos People's Democratic Republic। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভূবেষ্টিত এই দেশটি ২২ অক্টোবর ১৯৫৩ সালে ফ্রান্সের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

৩৭. নিচের কোন রাষ্ট্র সর্বাধিক রাষ্ট্রের সাথে সীমান্তযুক্ত?

ক. ভারত খ. চীন

গ. মিয়ানমার ঘ. আফগানিস্তান উ: খ

বিদ্যাৰাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

বর্তমান পৃথিবীর দিতীয় জনবহুল ও আয়তনে তৃতীয় বৃহত্তম দেশ চীনের সাথে সর্বাধিক ১৪টি দেশের সীমান্ত রয়েছে। চীনের সীমান্তবর্তী দেশগুলো হলো- লাওস, মিয়ানমার, ভারত, পাকিস্তান, তাজিকিস্তান, কিরগিজন্তান, কাজাখন্তান, মঙ্গোলিয়া, রাশিয়া, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম, নেপাল, ভূটান ও আফগানিস্তান।

৩৮.জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP)- এর শীর্ষ পদটি কি?

ক. প্রশাসক খ. মহাপরিচালক

গ. মহাসচিব ঘ. প্রেসিডেন্ট উ: ক

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) এর শীর্ষপদ প্রশাসক। ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাটির সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে। বর্তমানে ১৭০টি দেশ ও অঞ্চলে দারিদ্র বিমোচন এবং বৈষম্য রোধে কাজ করে যাচ্ছে। তিনটি বিশেষ ক্ষেত্রে জোড় দেয়: ১। টেকসই উন্নয়ন ২। গণতান্ত্রিক শাসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠা। ৩। জলবায়ু এবং দুর্যোগ স্থিতিস্থাপকতা।

৩৯.জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় Green Climate Fund বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর জন্য কি পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করেছে?

ক. ৮০ বিলিয়ন ডলারখ. ১০০ বিলিয়ন ডলার

গ. ১৫০ বিলিয়ন ডলারঘ. ২০০ বিলিয়ন ডলার উ: খ

বিদ্যাৰাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

২০০৯ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত COP-15 সম্মেলনে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমিত রাখতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ একমত প্রকাশ করে এবং গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডের মাধ্যমে দরিদ্র দেশগুলোকে ১০০ বিলিয়ন ডলার দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে সহায়তায় ২০১০ সালে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড গঠিত হয় যার মূল্য লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে সহায়তা করা এবং কার্বন নিগর্মন কমানো।

৪০. যুক্তরাষ্ট্র কবে এককভাবে ABM (Anti-Ballistic Missile) চুক্তি থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে?

ক. জুন ২০০১ খ. জুন ২০০০

গ. জুন ২০০২ ঘ. জুন ২০০৩ উ: গ

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

অ্যান্টি ব্যালিস্টিক মিসাইল চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্র ২০০২ সালের ১৩ জুন নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়। ১৯৭২ সালের ১৬ মে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া) ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়।

8১. আরব লীগ প্রতিষ্ঠা পায়-

ক. ১৯৪৯ খ. ১৯৫০

গ. ১৯৪৫ ঘ. ১৯৪০ উ: গ

বিদ্যাবাড়ি 🔗 ব্যাখ্যা

১৯৪৫ সালের ২২ মার্চ প্যালেস্টাইনকে বৃটেনের অছি থেকে মুক্ত করা এবং ইহুদীদের অনুপ্রবেশ রোধ করার উদ্দেশ্যে মিশরে আরবলীগ গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিল ৬টি দেশ। (ইরান, সিরিয়া, মিশর, লিবিয়া, সৌদি আরব, জর্ডান)। বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২২টি। ১৯৪৯ সালে ন্যাটো গঠিত হয় আর ১৯৫০ সালে গঠিত হয় UNHCR।

৪২. Yalta Conference- এর একটি লক্ষ্য ছিল:

ক. বিশ্বযুদ্ধের কারণ নির্ণয়

- খ. জিব্রালটার প্রণালীর সুরক্ষা
- গ, জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা
- ঘ. যুদ্ধে ক্ষতিগ্রন্থদের ক্ষতিপূরণ প্রদানউ: গ

বিদ্যাবাড়ি 🤡 ব্যাখ্যা

১৯৪৫ সালের ৪-১১ ফেব্রুয়ারি কৃষ্ণসাগরের পাশে ক্রিমিয়ার ইয়াল্টা প্রদেশে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াল্টা নামে পরিচিত ওই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন ডি.রুজভেল্ট, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল আর সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়ক জোসেফ স্টালিন। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের পুনর্গঠন ও জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা ছিলো এই সম্মেলনের প্রধান লক্ষ্য।

৪৩. বর্তমানে NAM- এর সদস্য সংখ্যা-

ক. ৩৩

খ. ১৫

গ. ৭৭

ঘ. ২১

উ: ==

বিদ্যাৰাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

১৯৬১ সালে যুগোল্লাভিয়ার (বর্তমান সার্বিয়া) বেলগ্রেড সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বা Non-Aligned Movement- NAM। NAM গঠনের নেপথ্যে ছিলেন সাবেক যুগোল্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো, ঘানার প্রেসিডেন্ট কাওয়াক্ষে নকুমা, মিশরের প্রেসিডেন্ট জামাল আবদেল নাসের, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ড. আহমেদ সুকর্ণ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহারলাল নেহেরু। NAM এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১২০। সর্বশেষ সদস্য রাষ্ট্র যথাক্রমে আজারবাইজান ও ফিজি।

88. 'War and Peace' উপন্যাসের রচয়িতা-

ক, লিও টলস্টয় খ, ডেভিড রিকার্ডো

গ. কার্ল মার্কস ঘ. জেন অস্টিন উ: ক

বিদ্যাবাড়ি 🔗 ব্যাখ্যা

War and Peace উপন্যাসের রচয়িতা বিশ্ববিখ্যাত রুশ ঔপন্যাসিক লিও টলস্টয়। বইটি ১৮৬৫ থেকে ১৮৬৭ সালে ধারাবাহিকভাবে ও ১৮৬৯ সালে বই আকারে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট হচ্ছে নেপোলিয়ন বেনাপোর্ট এর রুশ অভিযান। যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং শান্তির জন্য মানুষের সংগ্রামই এই উপন্যাসের মূল বক্তব্য। এছাড়াও তার শ্রেষ্ঠ কিছু উপন্যাস হল: Anna Karenina; A Confession, Resurrection ইত্যাদি।

৪৫. আন্তর্জাতিক রেড ক্রস- এর সদর দপ্তর:

ক. ভিয়েনা

খ. জেনেভা

গ. প্যারিস

ঘ. লন্ডন

উ: খ

বিদ্যাবাড়ি 🔗 ব্যাখ্যা

আন্তর্জাতিক রেডক্রসের সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত। ইতালির সলফেরিনাতো ২৪ জুন ১৮৫৯ সালে সংঘটিত ভয়াবহ যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠিত হয় সংস্থাটি। এর প্রতিষ্ঠা সাল ৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩। জেনেভায় অন্যান্য যেসকল সংস্থার সদর দপ্তর রয়েছে: ILO, WHO, ITU, WMO, WIPO, WTO, UNHCT, UNCTAD, ITC, UNITAR প্রভৃতি। কমনওয়েলথ, অক্সাফাম ইন্টারন্যাশনাল, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, IMO এর সদর দপ্তর যুক্তরাজ্যের লন্ডনে অবস্থিত। অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় OPEC, IAEA, UNIDO, OSCE এর সদর দপ্তর অবস্থিত।

8৬. IAEA- এর সদর দপ্তর হচ্ছে:

ক. জেনেভা খ. ভিয়েনা

গ. ওয়াশিংটন ঘ. প্যারিস উ: খ

বিদ্যাৰাড়ি 🔗 ব্যাখ্যা

২৯ জুলাই ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত International Atomic Energy Agency (IAEA) এর সদর দপ্তর অবস্থিত অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায়। এছাড়া CTBTO, UNIDO, UNODC, OPEC, ও OSCE এর সদর দপ্তর ভিয়েনায়। IMF এর সদর দফতর ওয়াশিংটনে অবস্থিত। UNESCO, OECD, ICOMOS এর সদর দফতর ফ্রান্সের প্যারিসে অবস্থিত।

৪৭. সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়:

ক. ১৯৮২ খ. ১৯৮৫

গ. ১৯৮৪ ঘ. ১৯৮৩ উ: খ

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশ নিয়ে ঢাকায় সার্ক (SAARC-South Asian Association for Regional Co-operation) দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগীতা সংস্থা। ২০০৭ সালে সার্কের ১৪তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে অষ্টম দেশ হিসেবে আফগানিস্তানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নেপালের রাজধানী কাঠমুভুতে সার্কের সদর দফতর অবস্থিত। সার্কের প্রথম মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশের আবল আহসান।

৪৮. জাতিসংঘ কোন বছর প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক. ১৯৪১ খ. ১৯৪৫

গ. ১৯৪৮ ঘ. ১৯৪৯ উ: খ

বিদ্যাৰাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

দিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে লীগ অব নেশনস বা জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতায় পর বিশ্ব নেতৃবৃন্দ একটি শান্তি সংঘের প্রয়োজন অনুভব করে। এরই প্রেক্ষিতে ২৬ জুন ১৯৪৫ জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরিত হয় এবং একই বছর ২৪ অক্টোবর এটি কার্যকরের মাধ্যমে ৫১টি দেশ নিয়ে জাতিসংঘ যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এর সদস্যসংখ্যা ১৯৩। সর্বশেষ সদস্য হিসেবে দক্ষিণ সুদান যোগ দেয় ২০১১ সালের ১৪ জুলাই। জাতিসংঘের সদর দফতর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক এ অবস্থিত। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, আরবলীগ, আন্তর্জাতিক আদালত ১৯৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, আন্তর্জাতিক সমুদ্র সংস্থা, বেনেলাক্স গঠিত হয় ১৯৪৮ সালে। NATO যাত্রা শুরু করে ৪ এপ্রিল ১৯৪৯ সালে।

৪৯. আলেপ্পা শহরটি কোথায় অবস্থিত?

ক. মিশর খ. ইরান

গ. ইরাক ঘ. সিরিয়া উ: ঘ

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

সিরিয়ায় সবচেয়ে বড় শহর আলেপ্পা। এটি গভর্ণরশান্তি প্রশাসনিক বিভাগ আলেপ্পার রাজধানী। ভূ-মধ্যসাগর থেকে এর দূরুত্ব প্রায় ১২০ কিলোমিটার। সিরিয়া তুরস্ক সীমান্তবর্তী চেকপয়েন্ট বাব আল হাওয়ার ৪৫ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত আলেপ্পের প্রাচীন নাম খালপি বা খালিবন।

৫০. মাদার তেরেসা কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন?

ক. ভারত খ. আলজেরিয়া

গ. আলবেনিয়া ঘ. ফ্রান্স উ: ==

বিদ্যাবাড়ি 🤡 ব্যাখ্যা

মাদার তেরেসা ১৯১০ সালের ২৬ আগস্ট আজকের মেসিডোনিয়ার ক্ষোপিয়ে (তৎকালীন যুগোল্লাভিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে এক আলবেনীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৯৭ সালের ৬ সেপ্টেম্বর কলকাতার মাদার হাউজে মারা যান। ১৯৫০ সালে কলকাতায় তিনি মিশনারিজ অব চ্যারিটি নামে একটি সেবা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৭৯ সালের ১৭ অক্টোবর তিনি তাঁর সেবাকার্যের জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার ও ১৯৮০ সালে ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান ভারত রত্ন লাভ করেন। ২০১৬ সালে ভ্যাটিকান সিটিতে পোপ ফ্রান্সিস মাদার তেরেসাকে সন্ত হিসেবে ঘোষণা করেন।

৫১. বাংলাদেশে কখন থেকে বয়ন্ধভাতা চালু হয়?

ক. ১৯৯৮ সালে খ. ১৯৯৯ সালে

গ. ২০০০ সালে ঘ. ১৯৯৭ সালে উ: ক

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

দেশের দুর্দশাগ্রন্থ, অবহেলিত, আর্থিক দৈন্য জর্জরিত বয়ক্ষ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে বিবেচনা করে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে 'বয়ক্ষভাতা' কর্মসূচি প্রবর্তন করে এবং এর কার্যক্রম শুরু হয় এপ্রিল ১৯৯৮ থেকে। বয়ক্ষভাতা ভোগীর সংখ্যা ৫৭.০১ লাখ থেকে ৫৮.০১ লাখ জনে বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটে মাসিক বয়ক্ষ ভাতা ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

৫২. বাংলাদেশের সাথে ভারতের সীমানা কত?

ক. ৫১৩৮ কি.মি.খ. ৪৩৭১ কি.মি.

গ. ৪১৫৬ কি.মি. ঘ. ৩৯৭৮ কি.মি.উ: গ

বিদ্যাৰাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

বাংলাদেশের মোট সীমানার দৈর্ঘ্য ৪১৩৮ কিলোমিটার। বিজিবি (বর্জার গার্জ বাংলাদেশের তথ্যানুযায়ী, ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত রয়েছে ৪১৫৩ কিলোমিটার, মিয়ানমারের সাথে সীমানা রয়েছে ২৭১ কি.মি.। বাকি ৭১১ কিলোমিটার হলো উপকূলসীমা।

৫৩.মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ফ্লাইওভারের দৈর্ঘ্য কত?

ক. ১১.২ কি.মি. খ. ১২.২ কি.মি.

গ. ১১.৮ কি.মি. ঘ. ১২.৮ কি.মি. উ: গ

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

8 লেন বিশিষ্ট দেশের দীর্ঘতম উড়ালসেতুটি ২০১৩ সালের ১১ অক্টোবর উদ্বোধন করা হয়। যার দৈর্ঘ্য ১১.৮ কিলোমিটার।

৫৪. সুন্দরবনে বাঘ গণনায় ব্যবহৃত হয়-

ক. পাগ-মার্ক খ. ফুটমার্ক

গ. GIS ঘ. কোয়ার্ডবেট উ: ক

বিদ্যাৰাড়ি 🗭 ব্যাখ্যা

সুন্দরবনে বাঘ গণনায় বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হলো পাগমার্ক। পাশাপাশি কয়েকটি পদ্ধতিতে এ পর্যন্ত বাঘ গণনা করা হয়েছে। সর্বশেষ ২০২২ এর গণনায় ক্যামেরা ট্র্যাকিং পদ্ধতি ব্যবহার করে বন বিভাগ। এতে বাঘের সংখ্যা দেখানো হয় ১১৪টি। তবে প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর হবে পাগমার্ক।

৫৫.২০০৪ সালের ভয়ংকর সুনামি ঢেউয়ের গতি ছিল ঘণ্টায়-

ক. ১০০-২০০ কি.মি.খ. ৩০০-৪০০ কি.মি.

গ. ৭০০-৮০০ কি.মি.ঘ. ৯০০-১০০০ কি.মি. উ: গ

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রায় সংঘটিত হয় শতাব্দীর ভয়াবহ সুনামি। সাগরতলে ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট সুনামিটি এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের ১৩টি দেশকে সরাসরি ক্ষতিগ্রন্থ করে। সুনামিটির ঢেউয়ের গতিবেগ ছিলো ঘণ্টায় একটি সাধারন জেট বিমানের গতিবেগের সমান বা ৭০০ কিলোমিটার বেশি।

৫৬.ফিশারিজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত?

ক. ঢাকায় খ. খুলনায়

গ. নারায়ণগঞ্জে ঘ. চাঁদপুরে উ: ঘ

বিদ্যাৰাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

চাঁদপুর জেলায় অবস্থিত ফিশারিজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের পাঁচটি গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে। এগুলোর অবস্থান হলো ময়মনসিংহ, চাঁদপুর, খুলনা, কক্সবাজার ও বাগেরহাটে। লোনা পানির মাছ গবেষণা কেন্দ্র খুলনায় অবস্থিত।

৫৭. সমুদ্রপৃষ্ঠ ৪৫ সে.মি. বৃদ্ধি পেলে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে climate refugee হবে?

ক. ৩ কোটি খ. ৩.৫ কোটি

গ. ৪ কোটি ঘ. ৪.৫ কোটি উ: খ

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

সমুদ্রপৃষ্ঠ ৪৫ সে.মি. বৃদ্ধি পেলে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে Climate refugee হবে ৩.৫ কোটি মানুষ। মেরু অঞ্চল এবং পর্বতশৃঙ্গে জমে থাকা বরফ দ্রুত গলতে থাকার কারনে জাতিসংঘের আন্তঃসরকার জলবায়ু পরিবর্তন প্যানেল (IPCC) এর মতে, ২০৫০ সাল নাগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বাড়তে পারে। এতে বাংলাদেশের প্রায় ১৭ শতাংশ ভূমি তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হচ্ছে গত ১০০ বছরে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে ১০ থেকে ২০০ সেন্টিমিটার।

৫৮.বায়ুমন্ডলের মোট শক্তির কত শতাংশ সূর্য হতে আসে?

ক. ৯০ শতাংশ খ. ৯৪ শতাংশ

গ. ৯৮ শতাংশ য. ৯৯.৯৭ শতাংশউ: ঘ

বিদ্যাবাড়ি 🤡 ব্যাখ্যা

বায়ুমন্ডলের মোট শক্তির ৯৯.৯৭ শতাংশ সূর্য থেকে আসে। সূর্য থেকে আগত এ শক্তি বায়ুমণ্ডল তাপীয় শক্তি হিসেবে বিবরণ করে। মেঘমুক্ত অবস্থায় বায়ুমন্ডল ভেদকারী সূর্যরশ্মির প্রায় ৮০ শতাংশ পৃথিবীতে গৃহীত হয়।

৫৯.বিশ্বব্যাংক অনুযায়ী ভবিষ্যতের জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় বিশ্ব সাহায্যের কত শতাংশ বাংলাদেশকে প্রদান করবে?

ক. ৩০% খ. ৪০%

গ. ৫০% ঘ. ৬০% উ: ক

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বলতে বিশ্বব্যপী জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে যে অস্থায়ী কিংবা স্থায়ী নেতিবাচক বা ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে। তার যাবতীয় চুলচেরা বিশ্লেষণকে বোঝাচেছ। বাংলাদেশে একাধারে সমুদ্রন্তরের উচ্তা বৃদ্ধি, লবনাক্ততা, সমস্যা, হিমালয়ের বরফ গলার কারণে নদীর দিক পরিবতন, বন্যা ইত্যাদি সবগুলো দিক দিয়েই ক্ষতিগ্রন্থ হবে এবং হচেছ। বিশ্বব্যাংক অনুযায়ী ভবিষ্যতের জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় বিশ্ব সাহায়্যের ৩০ শতাংশ বাংলাদেশকে প্রদান করবে।

৬০. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫ কবে জারি হয়েছে?

- ক. ১ জানুয়ারি খ. ১১ জানুয়ারি
- গ. ১৯ জানুয়ারি ঘ. ২১ মার্চ ট: গ

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৫ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এর ক্ষমতাবলে সরকার প্রণয়ন করে। প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হয় ২০১৫ সালের ১৯ জানুয়ারি। এতে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা ও হুশিয়ারি সংকেত হিসেবে সমুদ্রবন্দরের জন্য ১১টি ও নদী বন্দরের জন্য ৪টি সংকে নির্ধারণ করা হয়।

৬১. সুনামির কারণ হলো-

- ক. ঘূর্ণিঝড়
- খ. চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ
- গ. সমুদ্রের তলদেশে ভূমিকম্পন
- ঘ. আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত উ: গ

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

সুনামি (Tsunami) একটি জাপানি শব্দ। জাপানি ভাষায় এর অর্থ হলো 'পোতাশ্রয়ের ঢেউ'। ভূমিকম্পের সাথে সংগঠনের সম্পর্ক রয়েছে। সুনামির পানির ঢেউগুলো একের পর এক উঁচু হয়ে আসতেই থাকে তাই একে ঢেউয়ের রেলগাড়ি বা ওয়েভ ট্রেন বলে। সুনামি হলো পানির এক মারাত্মক ঢেউ যা সমুদ্রের মধ্যে বা বিশাল হদে ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। পানির নিচে কোনো পারমাণবিক বা অন্য কোনো বিস্ফোরণ, ভূপাত ইত্যাদি কারণেও সুনামি হতে পারে। তবে সুনামির মূল কারণ, সমুদ্র তলদেশে ভূমিকম্পন। ২০০৪ সালে ভারত মহাসাগরে ভূমিকম্প জনিত কারণে সুনামি সংঘটিহ হয়েছিল।

৬২.যেসব অনুজীব রোগ সৃষ্টি করে তাদের বলা হয়-

- ক. প্যাথজেনিক খ. ইনফেকশন
- গ. টক্সিন ঘ. জীবাণু উ: ক

বিদ্যাৰাড়ি 🔗 ব্যাখ্যা

অপশন (খ) ইনফেকশন মানে- "সংক্রমণ" কে বোঝায় অপশন (গ) টক্সিন অর্থ- 'বিষাক্ত পদার্থ'। অপশন (ঘ) জীবাণু অর্থ- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুজীব (microbiologists) যারা রোগ সৃষ্টি করতেও পারে, আবার নাও পারে। প্রকৃতপক্ষে, যেসব অণুজীব রোগ সৃষ্টি করে, তাদের বলা হয় প্যাথজেনিক (Pathogenic)। যেমনং (ব্যাকটেরিয়াজনিত)ঃ streptococcus, salmonella, (ভাইরাসজনিত)ঃ Herpes Viridae, Polyomavirus, Flaviviridae, (ছ্ত্রাকজনিত)ঃ Pyricularia ইত্যাদি প্যাথজেনিক রোগ সৃষ্টি করে। সুতরাং, অপশন (ক)- ই সঠিক উত্তর।

৬৩.শিশুর মনভাত্ত্বিক চাহিদা পূরণে নিচের কোনটি জরুরি?

- ক. স্বীকৃতি খ. স্লেহ
- গ. সাফল্য ঘ. উল্লেখিত সবকটিউ: ঘ

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা অর্থাৎ মানসিক বিকাশে স্নেহ, স্বীকৃতি, সাফল্য সবকিছুই জরুরি। কারণ, পরিমিত এবং পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবারই একজন শিশুর শারীরিক গঠনে অত্যাবশ্যকীয় ভূমিকা পালন করে যা পরবর্তীতে তার কাজকর্মে সাফল্যের সূত্রপাত ঘটায়। পরিশেষে, তার ইচ্ছা, আকাজ্ঞ্ফাকে স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে তার মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করে। অতএব, অপশন (ঘ)- ই সঠিক উত্তর।

৬৪. নিচের কোনটি আমিষ জাতীয় খাদ্য হজমে সাহায্য করে?

ক. ট্রিপসিন খ. লাইপেজ

গ. টায়ালিন ঘ. অ্যামাইলেজ উ: ক

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

অপশন (খ) লাইপেজ শ্লেহকণাকে ভেঙে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে। শ্লেহপদার্থ লাইপেজ ফ্যাটি এসিড + গ্লিসারিল। অপশন (গ) টায়ালিন মুখগহ্বরের লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়। এটি 'মল্টোজ' এবং 'ডেক্সট্রোজ' নামক দুটি শর্করাকে বিশ্লেষণ করে। অপশন (ঘ) অ্যামাইলেজ একটি পাচক এনজাইম যা শ্বেতসার বা শর্করা জাতীয় খাদ্যকে গ্লুকোজে পরিণত করে। অপশন (ক) ট্রিপসিন হলো অগ্ন্যাশয় রস, যা অ্যামাইনো এসিডে (শোষণযোগ্য) পরিণত করতে সহায়তা করে। অর্থাৎ, প্রোটিয়োজ + পেপটোন ট্রিপসিন অ্যামাইনো এসিড। অতএব, অপশন (ক) ই সঠিক উত্তর।

৬৫.বায়ুমন্ডলে শতকরা কতভাগ আর্গন বিদ্যমান?

ক. ৭৮.০ খ. ০.৮

গ. ০.৪১ ঘ. ০.৩ উ: খ

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

বায়ুমন্ডলের কিছু উপাদান ও শতকরা পরিমাণ-

নাইট্রোজেন- ৭৮.০২%

আর্গণ-০.৮০%

জলীয় বাষ্প- ০.৪১% এবং

কার্বন-ডাই-অক্সাইড- ০.০৩%

অর্থাৎ, বায়ুমন্ডলের শতকরা ০.৮ ভাগ আর্গন বিদ্যমান থাকে। সুতরাং, অপশন (খ) ই সঠিক উত্তর।

৬৬.মানুষের রক্তে লোহিত কণিকা কোথায় সঞ্চিত থাকে?

ক. হৃদযন্ত্রে খ. বৃক্কে

গ. ফুসফুসে ঘ. প্লীহাতে উ: ঘ

বিদ্যাবাড়ি 🤡 ব্যাখ্যা

লোহিত রক্ত কণিকা (Erythrocyte or Red Blood Cell) হিমোগ্লোবিনযুক্ত ও লাল রঙের। এই রক্তকণিকা অন্থিমজ্জায় তৈরি হয় এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হলে প্লীহায় (Spleen) সঞ্চিত হয় ও একপর্যায়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। উল্লেখ্য, এই কণিকায় নিউক্লিয়াস থাকেনা। অতএব, সঠিক উত্তর অপশন (ঘ)।

৬৭. কোন যন্ত্রের সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়?

ক. ট্রান্সফরমার খ. ডায়নামো

গ. বৈদ্যুতিক মোটর ঘ. হুইল উঃ খ

বিদ্যাৰাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

অপশন (ক) ট্রান্সফর্মার বা রূপান্তরক- উচ্চবিভবকে নিম্নবিভবে এবং নিম্নবিভবকে উচ্চবিভবে রূপান্তরিত করে। অপশন (গ) বৈদ্যুতিক মটর- তড়িৎ শক্তিতে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। অপশন (ঘ) হুইল- মানে 'চাকা' যা একটি ঘূর্ণন গতির নিয়ম অনুসরণ করে চলে। অপশন (খ) ডায়নামো- যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে। তাড়িত চৌম্বক আবেশের উপর ভিত্তি করে এই যন্ত্রের মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত। ডায়নামো বা জেনারেটর দুই ধরণের হয়। (i) এ.সি.জেনারেটর ও (ii) ডি.সি. জেনারেটর। সুতরাং, অপশন (খ) ই সঠিক উত্তর।

৬৮.মন্তিফ কোন তন্ত্রের অঙ্গ?

ক. স্নায়ুতন্ত্রের খ. রেচনতন্ত্রের

গ. পরিপাকতন্ত্রের ঘ. শ্বাসতন্ত্রের টঃ ক

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

অপশন (খ) রেচনতন্ত্রের সাহায্যে নাইট্রোজেনজাত বর্জ্য পদার্থ দেহ থেকে নিষ্কাশিত হয়। উদাহরণস্বরূপ: বৃক্ক, মূত্রথলি, মূত্রনালী ইত্যাদি রেচনতন্ত্রের অংশ। অপশন (গ) পরিপাকতন্ত্রের সাহায্যে খাদ্যগ্রহণ,পরিপাক, অপাচ্য অংশ মলরূপে ত্যাগ সংঘটিত হয়। উদাহরণস্বরূপ: মুখবিবর, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র ইত্যাদি পরিপাকতন্ত্রের অংশ। অপশন (ঘ) শ্বসনতন্ত্রের মাধ্যমে মানবদেহে শক্তি উৎপাদনের প্রধান উৎস পরিচালিত হয়। উদাহরণস্বরূপ: নাসা গহ্বর, স্বর্যন্ত্র, ট্রাকিয়া, ফুসফুস ইত্যাদি শ্বসনতন্ত্রের অংশ। অপশন (ক) স্লায়ুতন্ত্রের একক হল নিউরন, মিন্তিক্ষ, সুষুমাকান্ড, স্লায়ু এর অংশ। মন্তিক্ষ স্লায়ুতন্ত্রের প্রধান অংশ। অতএব, অপশন (ক)-ই সঠিক উত্তর।

৬৯.ভাইরাসজনিত রোগ নয় কোনটি?

ক. জন্তিস খ. এইডস

গ্ নিউমোনিয়া ঘ চোখ ওঠা উ: গ

বিদ্যাবাড়ি 🔗 ব্যাখ্যা

অপশন (ক) নিউমোনিয়া একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ, <u>Streptococcus</u> <u>Pneumoniae</u> জীবাণু এই রোগের জন্য দায়ী, এই রোগ সাধারণত ফুসফুসে হয়ে থাকে। কাশি, শ্বাসকষ্ট এর প্রাথমিক লক্ষণ। সুতরাং, অপশন (ক) ই সঠিক উত্তর।

৭০. প্রাণিজগতের উৎপত্তি ও বংশসম্বন্ধীয় বিদ্যাকে বলে-

ক. বায়োলজী খ. জ্বওলজী

গ. জেনেটিক ঘ. ইভোলিউশন উ: গ

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

অপশন (ক) বায়োলজী (Biology)- জীববিজ্ঞানের আলোচনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ জীবের জীবন সম্বন্ধনীয় আলোচনা করা হয়। অপশন (খ) জুওলজী (zoology)- প্রাণীবিজ্ঞান নিয়ে যাবতীয় আলোচনা করা হয়। অপশন (ঘ) ইভোলিউশন (Evolution)- জীববিজ্ঞানের এই শাখায় জীবের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়। অপশন (গ) জেনেটিক্স (Genetics)- জীবের বৈশিষ্ট্য কীভাবে মাতা-পিতা থেকে সন্তানে উত্তরিত হয় এবং কীভাবে তা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন করা যায় তা আলোচনা করা হয়, অর্থাৎ প্রাণিজগতের উৎপত্তি ও বংশসম্বন্ধীয় বিদ্যা এতে আলোচিত হয়। অতএব, অপশন (গ)-ই সঠিক উত্তর।

৭১. কোন জ্বালানি পোড়ালে সালফার ডাই-অক্সাইড বাতাসে আসে?

ক. ডিজেল খ. পেট্রোল

গ. অকটেন ঘ. সিএনজি উ: ক

বিদ্যাবাড়ি 父 ব্যাখ্যা

অপশন (খ) পেট্রোল একটি অ্যালকেনের উৎস। পেন্টেন হতে এদেরকে পেট্রোল অথবা কেরোসিন প্রভৃতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অপশন (গ) অকটেন আট কার্বনবিশিষ্ট সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন। উল্লেখ্য অকটেন ও পেট্রোল একই ধরনের জ্বালানি এবং এদের রাসায়নিক গঠন ও একই (C_8H_{18}) । অপশন (ঘ) সিএনজি বা CNG (Compressed Natural Gas) প্রাকৃতিক গ্যাসের একটি রূপ। প্রকৃতপক্ষে, পেট্রোল, অকটেন ও সিএনজিকে জ্বালানি রূপে পোড়ালে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস তৈরি হয়, এদের কার্বন শিকলের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে $(C5-C12), C_8$ এবং C_1 । অপশন (ক) ডিজেল একটি তরল জীবাশ্য জ্বালানি, যার কার্বন শিকলের দৈর্ঘ্য

 $(C_{13}$ থেকে $C_{18})$ পর্যন্ত এবং পোড়ালে SO_2 (সালফার ডাই-অক্সাইড) নির্গত হয়। সুতরাং, অপশন (ক) ই সঠিক উত্তর।

৭২. মোবাইল টেলিফোনের লাইনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়?

ক. শব্দশক্তি খ. তড়িৎশক্তি

গ. আলোকশক্তি ঘ. চৌম্বকশক্তি উ: খ

বিদ্যাবাড়ি 🔗 ব্যাখ্যা

মোবাইল টেলিফোনের লাইনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় শব্দশক্তি তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। মোবাইল ফোনে প্রথমে এনালগ-ডিজিটাল কনভার্টার (ADC) (transducer) এর সাহায্যে ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তর করা হয় এবং সেই ডিজিটাল সিগন্যালকে আবার রিসিভারের সাহায্যে গ্রহণ করে ডিজিটাল-এনালগ কনভার্টারের সাহায্যে এনালগ সাউন্ডে (শব্দ) পরিণত করা হয়। সুতরাং, অপশন (খ)- ই সঠিক উত্তর।

৭৩. জীবজগতের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর রশ্মি কোনটি?

ক. আলফা রশাি খ. বিটা রশাি

গ. গামা রশ্মি ঘ. আলট্রাভায়োলেট রশ্মি উ: গ

বিদ্যাৰাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

অপশন (ক) আলফা রশ্মিন (i) ধনাত্মক আধানযুক্ত (ii) ভর বেশি হওয়ায় ভেদন ক্ষমতা কম। (iii) এটি হিলিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস। অপশন (খ) বিটা রশ্মিন (i) এর চার্জ আলফা রশ্মির সমান কিন্তু ঋণাত্মক আধানযুক্ত। (ii) ভেদন ক্ষমতা আলফা কণার চেয়ে বেশি। (iii) চৌম্বক ও তড়িৎ ক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়। অপশন (ঘ) আলট্রাভায়োলেট রশ্মিন (i) একটি তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য রঞ্জন রশ্মির চেয়ে বড়। (ii) এরা নানাভাগে বিভক্ত, যেমন: Near UV (300nm- 400nm), UV-A (315-400nm), UV-B (280nm-315nm), UV-C (10nm-280nm) ইত্যাদি। (iii) ত্বকের ক্যাসার ও ওজোন স্তর ক্ষয়ে পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে, জীবজগতের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর রশ্মি 'গামা রশ্মি', এর ভেদনক্ষমতা অনেক বেশি। তাই, শরীরে পড়লে ত্বক নষ্ট হয়ে হয়ে যায়, মাথার চুল পড়া, ক্যাসার এবং টিউমারসহ মানুষের মৃত্যুরও কারণ হতে পারে এই গামা রশ্মি। সুতরাং, অপশন (গ)ই সঠিক উত্তর।

৭৪. কোন রং বেশি দূর থেকে দেখা যায়?

ক. সাদা খ. কালো

গ. হলুদ ঘ. লাল উ: ঘ

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

প্রকৃতপক্ষে সাদা ও কালো কোন রং নয়। সবগুলো রং যেখানে থেকে প্রতিফলিত হয় তাকে সাদা দেখা যায় এবং যেখানে সবগুলো রং শোষিত হয়, তাকে কালো দেখায়। হলুদ রঙের তরঙ্গদৈর্ঘ্য লাল ও কমলা রঙের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকে ছোট। তবে, অন্ধকার ঘনিয়ে এলে দূর থেকে বেশি দেখা যায় হলুদ রং। তাই, প্রতিটি গাড়িতেই হলুদ লাইট লাগানো থাকে যেন, রাতের বেলা দূর থেকে দৃশ্যমান হয়। কিন্তু, লাল রঙের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বড় এবং বিক্ষেপণ সবচেয়ে কম। তাই, লাল রং বেশি দূর থেকে দেখা যায়। অর্থাৎ, অপশন (ঘ) ই সঠিক উত্তর।

৭৫. ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহৃত গামা বিকিরণের উৎস হলো-

ক. আইসোটোন খ. আইসোটোপ

গ. আইসোবার ঘ. রাসায়নিক পদার্থট: খ

বিদ্যাৰাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

ক্যান্সার চিকিসায় ব্যবহৃত গামা বিকিরণের উৎস হলো আইসোটোপ (i) কোবাল্ট-৬০, আইসোটোপ ক্যান্সারের কোষকলা ধ্বংসে ব্যবহৃত হয়। (ii) থাইরয়েড ক্যান্সার নিরাময়ে আয়োডিন-131 আইসোটোপ ব্যবহৃত হয়, (iii) ব্রেইন ক্যান্সার নিরাময়ে ইরিডিয়াম- 192, এমনকি রক্তের লিউকেমিয়া রোগের চিকিৎসায় ফসফরাস- 32 আইসোটোপ ব্যবহার হয়ে থাকে। সুতরাং, অপশন (খ)- ই সঠিক উত্তর।

৭৬. নিচের কোন মেমোরিটি Non-volatile?

- ক. SRAM খ. DRAM
- গ. ROM ঘ. উপরের সবগুলো**উ**: গ

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

ROM একটি Non-Volatile মেমোরি। ROM এর পূর্ণরূপ Read Only Memory। এটি কম্পিউটারের স্থায়ী মেমরি। এতে সংরক্ষিত তথ্যসমূহ শুধুমাত্র পড়া যায়, সংযোজন-বিয়োজন বা সংশোধন করা যায় না। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলেও এতে থাকা তথ্য মুছে যায় না। অন্যদিকে, RAM, SRAM, DRAM সবগুলোই Volatile মেমরি।

৭৭. নিচের কোনটি 3G language নয়?

- ক. C
- খ. Java
- গ. Assembly language
- ঘ. Machine language উ: গ, ঘ

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

Assembly Language এবং Machine Language 3G language নয়। 3G বলতে Third Generation বা তৃতীয় প্রজন্মকে বোঝায়। Java এবং C হচ্ছে ৩য় প্রজন্মের উচ্চতর ভাষা বা 3G language. অন্যদিকে, Assembly language হচ্ছে দিতীয় প্রজন্মের নিম্নন্তরের প্রোগ্রামিং ভাষা। Machine Language একটি প্রথম প্রজন্মের ভাষা বা First generation language। কম্পিউটার শুধু (০,১) বুঝতে পারে। ০,১ দিয়ে লেখা ভাষাকে Machine Language বলা হয়।

৭৮. নিচের কোন উক্তিটি সঠিক?

- ক. ১ কিলোবাইট = ১০২৪ বাইট
- খ. ১ মেগাবাইট = ১০২৪ বাইট
- গ. ১ কিলোবাইট = ১০০০ বাইট
- ঘ. ১ মেগাবাইট = ১০০০ বাইট ট: ক

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

- ১ কিলোবাইট = ১০২৪ বাইট এই উক্তিটি সঠিক। কম্পিউটার মেমরিতে ডাটা বা তথ্য সংরক্ষণের পরিমাণকে মেমরির ধারণক্ষমতা বলে। মেমরি বা ধারণক্ষমতার ক্ষুদ্রতম একক বাইট। ১ বাইট হয় ০,১ বিট মিলে। এছাড়াও,১ কিলোবাইট = ১০২৪ বাইট।
 - ১ মেগাবাইট = ১০২৪ কিলোবাইট
 - ১ গিগাবাইট = ১০২৪ মেগাবাইট
 - ১ টেরাবাইট = ১০২৪ গিগবাইট

৭৯. Wi-fi কোন স্ট্যান্ডার্ড-এর উপর ভিত্তি করে কাজ করে?

- ক. IEEE 802.11খ. IEEE 804.11
- গ. IEEE 803.11ঘ. IEEE 806. 11 টঃ ক

বিদ্যাবাড়ি 🔗 ব্যাখ্যা

Wi-fi এর স্ট্যান্ডার্ড IEEE 802. 11। Wi-fi এর পূর্ণরূপ Wireless Fidelity। এটি একটি জনপ্রিয় তারবিহীন প্রযুক্তি, এতে রেডিও ওয়েভ ব্যবহার করা হয়। এটি একটি LAN (Local Area Network) নেটওয়ার্ক, যার সীমা ৫০-১০০ মিটার। এর ফ্রিকোয়েন্সি ২.৪ GHz- 5Ghz পর্যন্ত। এর ডাটা ট্রান্সফার রেট ১১-৫৪ Mpbs। Wi-fi প্রযুক্তি ব্যবহার করে একই সাথে একাধিক ডিভাইসে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়।

৮০. নিচের কোনটিতে সাধারণত ইনফ্রারেড ডিভাইস ব্যবহার করা হয়?

- ক. WAN
- খ. Satelite Communication
- গ. MAN
- ঘ. TV রিমোর্ট কন্ট্রোল

উ: ঘ

বিদ্যাৰাড়ি 🤡 ব্যাখ্যা

TV রিমোট কন্ট্রোলে সাধারণত ইনফ্রারেড ডিভাইস ব্যবহার করা হয়। যেসব তড়িৎ চৌম্বক বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সীমা ১ মাইক্রোমিটার থেকে ১ মিলিমিটার পর্যন্ত তাদেরকে অবলোহিত বিকিরণ বা ইনফ্রারেড রশ্মি বলা হয়। ইনফ্রারেড রশ্মি খালি চোখে দেখা যায় না, এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য $0.78 \mu m-100 nm$ । অন্যদিকে, দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ৩৮০-৭৮০nm. ইনফ্রারেড ডিভাইস ব্যবহার করা হয় সাধারণত মাউস, পিসির তারবিহীন কীবোর্ড, টিভি রিমোট কন্ট্রোল ইত্যাদি তে।

$b3.(1011)_2+(0101)_2=?$

ক. (1100)₂ খ. (11000)₂

গ. $(01100)_2$ ঘ. কোনোটিই নয়উ: ঘ

বিদ্যাবাড়ি 🤡 ব্যাখ্যা

(1011)2+(0101)2 = কোনটিই নয়। সংখ্যাগুলো বাইনারি পদ্ধতিতে যোগ করে পাই,

1011

0101

10000

 \therefore সঠিক উত্তর হবে, $(1011)_2 + (0101)_2 = 10000$

৮২. Wi MAX- এর পূর্ণরূপ কি?

- ক. Worldwide Interoperability for Microwave Acces
- খ. Worldwide Internet for Microwave Access
- গ. Worldwide Interconection for Microwave Access
- ঘ. কোনোটিই নয় উ: ক

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

Wi-Max এর পূর্ণরূপ Worldwide Interoperability for Microwave Access. Wi-Max একটি যোগাযোগ প্রযুক্তি, যা বিস্তৃত ভৌগোলিক অঞ্চলে দ্রুতগতির তারবিহীন ইন্টারনেট সেবা প্রদান করে। এটি WMAN নেটওয়ার্ক তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এর প্রতিটি বেজ স্টেশনের কভারেজ এরিয়া ৫০ কি.মি. থেকে ৮০

কি.মি.। Wi-Max এর Standard IEEE.802.16। Wi-Max সিস্টেমের প্রধান অংশ ২টি। যথা: বেস স্টেশন এবং অ্যান্টেনাযুক্ত Wi-Max রিসিভার। Wi-Max এর standard IEEE.802.16। Wi-Max নামটি ২০০১ সালের জুন মাসে Wi-Max forum কর্তৃক সৃষ্টি হয়। এর ডাটা ট্রান্সফার রেট 40Mbps থেকে 80Mbps পর্যন্ত।

৮৩.Boolean Algebra- এর নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. A+A=1 খ. A.A=1
- গ. A+A=2A ঘ. উপরের কোনোটিই নয় f B: ক

বিদ্যাবাড়ি 🔗 ব্যাখ্যা

A+A = 1 Boolean Algebra

বুলিয়ান আলজেবরা মূলত লজিকের সত্য এবং মিখ্যা এই ২ স্তরের উপর ভিত্তি করে তৈরি। এ পদ্ধতিতে শুধুমাত্র ধে যোগ ও গুণের মাধ্যমে সমস্ত সমাধান করা হয়। ইংরেজ গণিতবিদ জর্জ বুল ১৮৪৭ সালে সর্বপ্রথম বুলিয়ান আলজেবরা নিয়ে আলোচনা করেন। বুলিয়ান আলজেবরায় ব্যবহৃত উপপাদ্য ১০টি। বুলিয়ান আলজেবরার মৌলিক উপপাদ্য গুলো হল:

- ৮৪. 8086 কত বিটের মাইক্রো প্রসেসর?
 - ক. 8 খ. 16
 - গ. 32 ঘ. উপরের কোনোটিই নয় উ: খ

বিদ্যাবাড়ি 🔗 ব্যাখ্যা

৮০৮৬ একটি ১৬ বিটের মাইক্রো-প্রসেসর। এই মাইক্রোপ্রসেসরটি ১৯৭৮ সালে Intel কোম্পানি তৈরি করে। এটি বিশ্বের প্রথম মাইক্রোপ্রসেসর। মাইক্রোপ্রসেসর হল একটি ডিজিটাল ইলেকট্রনিক ডিভাইস, যা লক্ষ লক্ষ ট্রানজিস্টরকে IC হিসাবে ব্যবহার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি কম্পিউটারের CPU হিসাবে কাজ করে।

৮৫.Mobile Phone- এর কোনটি input device নয়?

- ক. Keypad খ. Touch Screen
- গ. Camera য. PowerSupplyউ: ঘ

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

Power Supply, Mobile Phone এর Input device নয়। Power Supply একটি যন্ত্র, এর মাধ্যমে বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রে বিদ্যুৎশক্তির যোগান দেয়া হয়। Power Supply এর মাধ্যমে কোনো ডাটা বা তথ্য ইনপুট করা যায় না। অন্যদিকে, Keypad, Touch Screen, Camera সবগুলোই ইনপুট ডিভাইস। এগুলোর মাধ্যমে মোবাইল ফোনে ডাটা ইনপুট করা হয়।

৮৬.নিচের কোনটি ডাটাবেজ language?

- ক. Oracle খ. C
- গ. MS-Word ঘ. কোনোটিই নয়উ: ক

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

Oracle একটি ডাটাবেজ ল্যাঙ্গুয়েজ। যেসব ল্যাঙ্গুয়েজের সাহায্যে ডাটাবেজ সিস্টেমে স্কীম ডেফিনেশন, বিভিন্ন ধরনের কুয়েরি অপারেশন ও ডাটা মডিফিকেশন ইত্যাদি কাজগুলো করা হয় তাদেরকে ডাটাবেজ ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয়। বহুল ব্যবহৃত আরো কিছু ডাটাবেজ ল্যাঙ্গুয়েজ এর নাম দেয়া হলো: Oracle, MySQL, Sybase ইত্যাদি। অন্যদিকে, Java, C, C⁺, C⁺⁺ ইত্যাদি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। MS-Word একটি word processing Application Software.

৮৭. LinkedIn- এর ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?

- ক. এটি একটি বিজনেস অরিয়েন্টেড সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সার্ভিস
- খ. এটি ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত
- গ. ২০০৬ সালে এটির সদস্যসংখ্যা ২০ মিলিয়নের অধিক হয়
- ঘ. উপরের সবগুলোই

উ: ঘ

বিদ্যাবাড়ি 父 ব্যাখ্যা

LinkedIn এর ক্ষেত্রে ক,খ, গ নং অপশনের সবগুলোই সঠিক। LinkedIn একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, যা মূলত পেশাজীবীদের জন্য তৈরি। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০২ সালে, তবে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয় ২০০৩ সালের ৫ মে। এর প্রতিষ্ঠাতা Reid Hoffman. এর সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্টেন ভিউতে। বর্তমানে এটি Microsoft Corporation এর মালিকানাধীন। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৩০০ মিলিয়ন (প্রায়)।

৮৮.কমিউনিকেশন সিস্টেমে গেটওয়ে কি কাজে ব্যবহার হয়?

- ক. বিভিন্ন নেটওয়ার্ক ডিভাইস সংযুক্ত করার কাজে
- খ. দুই বা তার অধিক ভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করার কাজে
- গ. এটি নেটওয়ার্ক হাব কিংবা সুইচের মতই কাজ করে
- ঘ. কোনোটিই নয়

উ: খ

বিদ্যাৰাড়ি 🔗 ব্যাখ্যা

দুই বা তার অধিক ভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করার কাজে কমিউনিকেশন সিস্টেম গেটওয়ে ব্যবহার হয়। গেটওয়ে একটি যন্ত্র, যা ভিন্ন ভিন্ন নেটওয়ার্ককে যুক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি ভিন্ন ভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে ডাটা আদান প্রদানের সুযোগ দিয়ে থাকে। গেটওয়ে PAT (Protocol Address Translation) ব্যবহার করে নেটওয়ার্ক চিহ্নিত করে থাকে। এটি প্রোটোকলকে ট্রান্সলেশন করে থাকে এবং OSI মডেলের 7টি স্তরেই গেটওয়ে কাজ করে।

৮৯.নিচের কোনটি কম্পিউটারের প্রাইমারি মেমোরি?

- ক. RAM খ. Hard Disk
- গ. Pen drive ঘ. কোনোটিই নয়**উ**: ক

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

কম্পিউটারের প্রাইমারি মেমোরি RAM। RAM এর পূর্ণরূপ Random Access Memory। কম্পিউটারে তথ্য বা ডাটা সংরক্ষণের মাধ্যমকে মেমরি বলা হয়। মেমরি ২ প্রকার। যথা: ১। প্রাইমারি মেমরি বা প্রধান মেমরি। ২। সহায়ক মেমরি। RAM এবং ROM প্রধান মেমরির অন্তর্ভুক্ত। RAM একটি অস্থায়ী মেমরি, এতে নতুন

তথ্য সংযোজন, বিয়োজন করা যায়। ইনপুট ডিভাইস থেকে আগত সকল তথ্য প্রথমে RAM এ জমা হয়। অন্যদিকে, Hard disk, Pen drive সেকেন্ডারি স্টোরেজ বা সহায়ক মেমরি।

৯০. Plotter কোন ধরনের ডিভাইস?

ক. ইনপুট খ. আউটপুট

গ. মেমোরি ঘ. উপরের কোনোটিই নয় উ: খ

বিদ্যাবাড়ি 🤡 ব্যাখ্যা

Plotter একটি আউটপুট ডিভাইস। Plotter এক ধরনের প্রিন্টার, এতে কলমের সাহায্যে প্রিন্ট হয়। যে সকল ডিভাইসে ইনপুট ডাটা প্রসেসিং হবার পর আউটপুট প্রদান করে সে সকল ডিভাইসকে আউটপুট ডিভাইস বলা হয়। আরো কিছু আউটপুট ডিভাইসের নাম দেয়া হলঃ Monitor, Printer, Projector, Speaker, Headphone ইত্যাদি।

৯১. নৈতিকভাবে বলা হয় মানবজীবনের-

ক, নৈতিক শক্তি খ, নৈতিক বিধি

গ. নৈতিক আদর্শ ঘ. সবগুলোই উ: গ

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

ভালো মন্দ আচরণ, স্বচ্ছতা, সততা ইত্যাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি বিশেষ গুন হলো নৈতিকতা। প্রত্যেক ব্যক্তিই আইন বা অন্যান্য বিষয়ের উপর এক প্রাধান্য দেয়। তাই নৈতিকতাকে বলা হয় মানবজীবনের নৈতিক আদর্শ। মূলত, ধর্ম, ঐতিহ্য এবং মানব আচরণ এই তিনটি থেকেই নৈতিকতার উদ্ভব। শুভর প্রতি অনুরাগ ও অশুভর প্রতি বিরাগই হচ্ছে নৈতিকতা।

৯২. 'Power: A New Social Analysis' গ্রন্থটি কার লেখা?

ক. ম্যাকিয়াভেলি খ. হবস

গ্লক ঘ্রাসেল উ:ঘ

বিদ্যাৰাড়ি 父 ব্যাখ্যা

ব্রিটিশ চিন্তাবিদ ও দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল এর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ Power: A new social Analysis প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে। এই গ্রন্থে তিনি আলোচনা করেছেন যে, মানুষের সর্বশেষ ও সর্বোচ্চ লক্ষ্য হলোক্ষমতা নিয়ে।

৯৩. 'সুবর্ণ মধ্যক' হলো-

ক. গাণিতিক মধ্যমান

খ. দুটি চরমপন্থর মধ্যবর্তী পন্থা

গ. সম্ভাব্য সব ধরনের কাজের মধ্যমান

ঘ. একটি দার্শনিক সম্প্রদায়ের নাম উ: খ

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

সুবর্ণ মধ্যক বা গোল্ডেন মিন হচ্ছে দুইটি চরম পন্থার (মতবাদের মধ্যবর্তী অবস্থান) বা ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা। যেমন একদিকে খুবই প্রাচুর্য এবং অন্যদিকে খুবই অভাব এই দুই অবস্থার মাঝামাঝিটি হচ্ছে সুবর্ণ মধ্যক। সুবর্ণ মধ্যক ধারণাটির প্রবর্তক এরিস্টটল।

৯৪. নৈতিক আচরণবিধি (Code of ethics) বলতে বুঝায়-

ক. মৌলিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত সাধারণ বচন বা সংগঠনের পেশাগত ভূমিকাকে সংজ্ঞায়িত করে

- খ. বাস্তবতার নিরিখে নির্দিষ্ট আচরণের মানদন্ড নির্ধারণ সংক্রান্ত আচরণবিধি
- গ. দৈনন্দিন কার্যকলাপ ত্বরান্বিত করণে প্রণীত নৈতিক নিয়ম, মানদন্ড বা আচরণবিধি
- ঘ. উপরের তিনটিই সঠিক

উ: ঘ

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

নৈতিক আচরণবিধি (Code of ethics) বলতে বুঝায় কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কর্মকর্তা, কর্মচারীদের পেশাগত দৈনন্দিন দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিচিতি ও প্রযোজ্য নিয়মনীতি। বাস্তবতার নিরিখে সকল প্রতিষ্ঠানের আচরণবিধি এক নাও হতে পারে।

৯৫.ব্যক্তিগত মূল্যবোধ লালন করে-

- ক. সামাজিক মূল্যবোধকেখ. গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধকে
- গ. ব্যক্তিগত মূল্যবোধকেঘ. স্বাধীনতার মূল্যবোধকে উ: ঘ

বিদ্যাবাড়ি 🔗 ব্যাখ্যা

ব্যক্তিগত মূল্যবোধ হলো নিজের ন্যায়-অন্যায়, স্বাচ্ছন্দ্য ও অস্বাচ্ছন্দবোধের এমন এক অনুভূতিক বিশ্বাস যা পরোক্ষভাবে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং যে আচরণ সমাজ, ব্যক্তি, দেশ, দল ও গোষ্ঠীর নিকট প্রত্যাশিত। এই মূল্যবোধ ব্যক্তির স্বাধীনতাকে লালন করে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজস্ব অর্জিত জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিগত মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যেখানে অন্যান্য মূল্যবোধ থেকে ব্যক্তিগত মূল্যবোধের প্রধান পার্থক্য হলো ব্যক্তির স্বাধীনতা বা স্বকীয়তা। তাই সমাজের এক এক ব্যক্তির মূল্যবোধ এক এক রকম।

৯৬.মূল্যবোধ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে-

- ক. দুর্নীতি রোধ করাখ. সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা
- গ. রাজনৈতিক অবক্ষয় রোধ করাঘ. সাংস্কৃতিক অবরোধ রক্ষণ করা 🔻 Ե: খ

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

সামাজিক মূল্যবোধের অনুপস্থিতি বা নেতিবাচক পরিবর্তনই হলো সামাজিক অবক্ষয় বা সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। মূল্যবোধ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে এই সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা।

৯৭. সুশাসন হচ্ছে এমন এক শাসন ব্যবস্থা যা শাসক ও শাসিতের মধ্যে-

- ক. সুসম্পর্ক গড়ে তোলেখ. আস্থার সম্পর্ক গড়ে তোলে
- গ. শান্তির সম্পর্ক গড়ে তোলেঘ. কোনোটিই নয় উ: খ

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজের, সরকারের সাথে শাসিত জনগণের, শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ককে বুঝায়। সম্পর্ক হতে পারে কয়েক ধরনের। তবে যেহেতু প্রশাসনের জবাবদিহিতা, বৈধতা, স্বচ্ছতা, বাক স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের অনুশাসন প্রভৃতি ছাড়া একটি দেশের সুশাসন ভাবা যায়না, তাই সুশাসন ব্যবস্থায় শাসকও শাসিতের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই আস্থার সম্পর্ক যত শক্তিশালী হবে সুশাসন তত মজবুত হবে।

৯৮.সুশাসনের পূর্বশর্ত হচ্ছে-

- ক. অর্থনৈতিক উন্নয়নখ. অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন
- গ. সামাজিক উন্নয়ন ঘ. সবগুলোই উ: খ

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে সুশাসনের পূর্বশর্ত। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ দুটি অপরিহার্য উপাদান। এদের ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নয়।

৯৯.একজন জনপ্রশাসকের মৌলিক মূল্যবোধ হলো-

- ক. স্বাধীনতা খ. ক্ষমতা
- গ. কর্মদক্ষতা ঘ. জনকল্যাণ উ: ঘ

ৰিদ্যাৰাড়ি 🏈 ৰ্যাখ্যা

একজন জনপ্রশাসকের মৌলিক মূল্যবোধ হলো জনকল্যাণ। জনকল্যাণকে কেন্দ্র করে সততা, ন্যায়পরায়নতা, স্বচ্ছতা, প্রভৃতি পরিচালিত হয় বলে একে জনপ্রশাসনের প্রধান মৌলিক মূল্যবোধ বলা হয়।

১০০. সুশাসনের পথে অন্তরায়-

ক. আইনের শাসন খ. জবাবদিহিতা গ. স্বজনপ্রীতি ঘ. ন্যায়পরায়ণতা**উ:** গ

বিদ্যাবাড়ি 🔗 ব্যাখ্যা

সুশাসন বলতে অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতা সম্পন্ন শাসন ব্যবস্থাকে বুঝায়। শাসন শব্দের সাথে সু প্রত্যয় যোগ হয়ে সুশাসন শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। এটি বিশ্বব্যাংকের উদ্ভাবিত একটি ধারণা। সুশাসন অর্থ হচ্ছে নির্ভল, দক্ষ ও কার্যকর শাসন। বিশ্বব্যাংকের মতে সুশাসন চারটি প্রধান স্তম্ভের উপর নির্ভরশীল। যথা: ১। দায়িত্বশীলতা ২। স্বচ্ছতা ৩। আইনের শাসন ৪। অংশগ্রহন। সুতরাং, এখানে উত্তর হবে স্বজনপ্রীতি। যা কিনা সুশাসনের পথে অন্তরায়। দুর্নীতি ও অনিয়ম ইত্যাদিও সুশাসনের পথে অন্তরায়।

১৬তম প্রভাষক জিকে

১. **স্বাধীনতাযুদ্ধে অবদানের জন্য 'বীরপ্রতীক' উপাধি লাভ করেন কত জন?** [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা - ২০১৯]

ক. ৭ জন খ. ৬৮ জন

গ. ১৭৫ জন ঘ. ৪২৬ জন উ: ঘ

[নোট: বর্তমানে ৪২৪ জন বীরপ্রতীক]

विमानाष्ट्र 🗹 नाथा।

১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর প্রকাশিত গেজেট অনুযায়ী বীরত্বসূচক খেতাবপ্রাপ্ত সর্বমোট মুক্তিযোদ্ধা ছিল ৬৭৬ জন। যথা:- (মর্যাদার ক্রমানুসারে) বীরপ্রেষ্ঠ- ৭ জন, বীর উত্তম- ৬৮ জন, বীর বিক্রম ১৭৫ জন এবং বীর প্রতীক ৪২৬ জন। ৬ জুন, ২০২১ বঙ্গবন্ধুর হত্যা মামলায় দন্ডিত চার খুনির বীরত্ব সূচক রাষ্ট্রীয় খেতাব বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়। ফলে বীরত্বসূচক খেতাবপ্রাপ্ত সর্বমোট মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা দাঁড়ায়- ৬৭২। বর্তমানে বীর শ্রেষ্ঠ ৭ জন। বীর উত্তম ৬৭ জন, বীর বিক্রম ১৭৪ জন এবং বীর প্রতীক ৪২৪ জন।

- ২. বাংলাদেশের সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্যা কে? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১৯]
 - ক. ক্যাপ্টেন সিতারা বেগমখ. বেগম রাজিয়া বানু
 - গ. বেগম মতিয়া চৌধুরীঘ. বেগম সুফিয়া কামাল উ: খ

विशावाड़ि 🗭 बाधा

১৯৭২ সালের ১১ এপ্রিল গণপরিষদের অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্য ৩৫ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। যার প্রধান ছিলেন ড.কামাল হোসেন। সংবিধান প্রণয়ন কমিটির একমাত্র নারীসদস্য ছিলেন বেগম রাজিয়া বানু এবং একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত।

বাংলাদেশের বৃহত্তম উপজেলা কোনটি? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা - ২০১৯]

ক. শ্যামনগর খ. ঘাটাইল

গ. সাভার ঘ. বরকল উ: ক

विशावाड़ि 🗭 बाधा

বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলা দেশের বৃহত্তম উপজেলা। ক্ষুদ্রতম উপজেলা নারায়নগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলা। জনসংখ্যায় বৃহত্তম গাজীপুর সদর এবং ক্ষুদ্রতম থানচি, বান্দরবান। আয়তনে বৃহত্তম জেলা রাঙ্গামাটি এবং ক্ষুদ্রতম নারায়নগঞ্জ।

- 8. **'মনপুরা' ৭০ কী?** [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১৯]
 - ক. একটি উপজেলা খ. একটি নদী বন্দর
 - গ. একটি উপন্যাস ঘ. একটি চিত্রশিল্প উ: ঘ

विमानाङ़ 🔗 नाथा।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আঁকা মনপুরা-৭০ একটি চিত্রশিল্প। এটি ২০ ফুট দৈর্ঘ্যের একটি স্কুল। ভোলা জেলার চর মনপুরায় ১৯৭০ সালের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ের তান্ডব প্রত্যক্ষ করার পর ১৯৭৪ সালে তিনি চিত্রকর্মটি অঙ্কন করেন। তার অন্যান্য বিখ্যাত চিত্রকর্ম; ম্যাডোনা-৪৩, সংগ্রাম, নবার, মই দেয়া, দুই মুখ। অন্যান্য চিত্রকর্ম গরুর গাড়ি, বিদ্রোহী শুরু, সাঁত্ততাল রমণী, গায়ের বধু, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৫. বাংলাদেশের সংবিধান কতটি ভাষায় রচিত? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা - ২০১৯]

ক. ১টি

খ. ২টি

গ. ৩টি

ঘ. ৪টি

উ: খ

विमानाष्ट्र 🗹 नाथा।

বাংলাদেশের সংবিধান ইংরেজি ও বাংলা ২ টি ভাষায় রচিত। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয় এবং একই বছরের ১৬ ডিসেম্বর থেকে এটি কার্যকর হয়। এটি বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় বিদ্যমান। তবে ইংরেজি ও বাংলার মধ্যে অর্থগত বিরোধ দৃশ্যমান হলে বাংলা রূপ অনুসরনীয় হবে।

৬. বাংলাদেশের কোন জেলা দুই দেশের সীমানা দারা বেষ্টিত? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা – ২০১৯]

ক. খাগড়াছড়ি

খ. বান্দারবান

গ, রাঙ্গামাটি

ঘ. কুমিল্লা

উ: গ

विशानाष्ट्रि 🕑 नाथा।

বাংলাদেশের মোট সীমান্তবর্তী জেলা ৩২টি। এর মধ্যে ভারতের সাথে সীমান্তবর্তী জেলা ৩০টি এবং মিয়ানমারের সাথে ৩টি জেলা অবস্থিত। রাঙামাটি বাংলাদেশের একমাত্র জেলা মোট ভারত ও মিয়ানমার উভয়ের সাথে সীমান্ত স্পর্শ করে।

৭. বাংলার প্রাচীন স্থান মহাস্থানগড়ের অবস্থান কোথায় ছিল? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা - ২০১৯]

ক. মুন্সিগঞ্জে

খ. কুমিল্লায়

গ. বগুড়ায়

ঘ. ফরিদপুরে টা: গ

विमानाङ़ 🏈 नाथा।

বাংলা নামের একটি অখন্ড দেশের জন্ম একবারে হয়নি। এর যাত্রা শুরু হয় জনগদগুলোর মধ্যে দিয়ে। উৎকীর্ণ শিলালিপি ও বিভিন্ন সাহিত্যগ্রন্থে প্রায় ষোলোটি জনপদের কথা জানা যায়। এর মধ্যে প্রাচীনতম জনপদ হলো পুদ্র। মহাস্থানগড় এই পুদ্র জনপদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণস্থান। যার অবস্থান বগুড়া জেলায়।

৮. বাংলাদেশে কবে থেকে বয়ক্ষভাতা চালু হয়? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা - ২০১৯]

ক. ১৯৯৬ সাল খ. ১৯৯৭ সাল

গ. ১৯৯৮ সাল ঘ. ১৯৯৯ সাল উ: গ

विमानाङ़ 🔗 नाथा।

দেশের বয়োজোষ্ঠ দুস্থ ও স্বল্প উপার্জনক্ষম অথবা উপার্জনে অক্ষম বয়ক্ষ জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে ও পরিবার ও সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে 'বয়ক্ষভাতা' কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। কার্যকর হয় ৩১ মে, ১৯৯৮। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫৮ লক্ষ ১ হাজার বয়ক্ষ ব্যক্তিতে জনপ্রতি মাসিক ৬০০টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫৮ লক্ষ ১ হাজার বয়ক্ষ ব্যক্তির জন্য এ খাতে বরাদ্দ রয়েছে ৪২০৫.৯৬ কোটি টাকা।

৯. নদী ছাড়া 'মহানন্দা' কী? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা - ২০১৯]

ক. তরমুজ খ. সরিষা

গ. আম ঘ. কলা উ: গ

বিদ্যাবাড়ি 🕑 ব্যাখ্যা

নদীছাড়া 'মহানন্দা' আমের একটি জাতের নাম। এছাড়াও আরো কিচু উৎকৃষ্ট আমের জাত হরো মোহনভোগ, লেংড়া, গোপালভোগ, হাড়িভাঙা, ইলামতি, ফজলি। পদ্মা, মধুবালা হরো তরমুজের জাত আবার, অগ্নিশ্বর, কানাইবাঁশী, মোহনবাঁশী বীজ টবা, অমৃতসাগর, সিংগাপুরী, উন্নতমানের কলার জাত। সফল এবং অগ্রনী সরিষার জাত।

১০. বাংলাদেশের প্রথম ইপিজেড (EPZ) কোথায় ছাপিত হয়? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা - ২০১৯]

ক. সাভার খ. চট্টগ্রাম

গ. মংলা ঘ. গাজীপুর উ: খ

विशावाड़ि 🗭 वााथा।

বাংলাদেশের প্রথম ইপিজেড চট্টগ্রাম ইপিজেড ১৯৮৩ সালে চট্টগ্রামের হালিশহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের দ্বিতীয় ইপিজেড ঢাকার অদূরে সাভারে ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে ইপিজেড এর সংখ্যা ১০টি। ১৯৮০ সালে জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ আইন পাশের মাধ্যমে ইপিজেড প্রতিষ্ঠা, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সংস্থা। বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) আত্মপ্রকাশ করে।

১১. বাংলাদেশ ওয়ানডে ক্রিকেটের শততম ম্যাচে কোন দেশকে পরাজিত করে? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা - ২০১৯]

ক. পাকিস্তান খ. ভারত

গ. জিম্বাবুয়ে ঘ. নিউজিল্যান্ড উ: খ

विशावाष्ट्रि 🗭 बाधा

২০২৪ সালে ২৬ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে নিজেদের শততম ওয়ানডে ম্যাচ খেলে বাংলাদেশ, সেই ম্যাচে প্রতিপক্ষ ভারততে ১৫ রানে হারিয়ে জয় অর্জন করে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। ২০১৭ সালের ১৪ মার্চ শ্রীলংকার কলম্বোতে নিজেদের শততম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নামে

বাংলাদেশ। সেই ম্যাচেও স্বাগতিক শ্রীলংকাকে শততম টি টুয়েন্টি ম্যাচেও বাংলাদেশ জিম্বাবুয়েকে হারিয়ে জয়লাব করে।

- ১২. মূল্য সংযোজন কর একটি-[১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১৯]
 - ক. প্রত্যক্ষ কর খ. পরোক্ষ কর
 - গ. পরিপূরক কর ঘ. সম্পূরক কর উ: খ

विमानाष्ट्र 🗹 नाथा।

মূল্য সংযোগজন কর, সংক্ষেপে মূলত একটি পরোক্ষ কর। বিংশ শতাব্দীতে উদ্ভাবিত একটি আধুনিক কর যা যেকোনো ব্যবসায়ের মাধ্যমে সৃষ্টি মূল্য সংযোজনের উপর আরোপ হয়ে থাকে। ১৯৯১ সালের ১১ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে 'মূল্য সংযোজন কর' বিল উত্থাপন করা হয়। ওই বছরের ৯ জুলাই বিলটি পাস হয়। যদিও ১৯৯১ সালের ১ জুলাই থেকে তা কার্যকর তারিখ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ভ্যাট হার শতকরা ১৫ ভাগ নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যা রপ্তানি পণ্য ছাড়া ভ্যাটের আওয়াভুক্ত সব পণ্য ও সেবার ওপর ধার্য করা হয়েছে।

- ১৩. 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থটির লেখক কে? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১৯]
 - ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
 - খ. মাওলানা ভাসানী
 - গ, জাহানারা ইমাম
 - ঘ. ড. কামাল হোসেন

উ: ক

विशानाङ़ 🏈 नाथा।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কারাগারের জীবনকেন্দ্রিক রচনা 'কারাগারের রোজনামচা'। বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬ সালের ২ জুন থেকে ১৯৬৭ সালের ২২ জুন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কারাগারে এবং ১৯৬৮ সালের ২২ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কুর্মিটোলা সেনানিবাসে অভ্যন্তরীন থাকা অবস্থায় প্রতিদিন ডায়েরি লিখেতেন। সেই ডায়েরির পরিমার্জিত রূপ 'কারাগারের রোজনামচা'। গ্রন্থটির নামকরণ করেন বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ রেহানা। 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থটি জাতির পিতার ৯৭তম জন্মদিন ১৭ই মার্চ, ২০১৭ সালে প্রকাশিত হয়। এটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম।

- ১৪. বিশ্বব্যাংক থেকে সদস্যপদ প্রত্যাহারকারী দেশ কোনটি? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১৯]
 - ক. কিউবা খ. ফিলিন্তিন
 - গ. ইরান ঘ. চীন উ: ক

विमानां ि अनाथा।

বর্তমানে কিউবা বিশ্বব্যাংকের সদস্য নয়। ১৪ নভেম্বর ১৯৬০ দেশটি বিশ্বব্যাংকের সদস্য পদ প্রত্যাহার করে নেয়। আরো কয়েকটি দেশ বিশ্বব্যাংক থেকে সদস্য পদ প্রত্যাহার করে পুনরায় যোগদান করে। তাদের মধ্যে পোল্যান্ড ১৯৫০ সালে সদস্যপদ প্রত্যাহার করে ১৯৮৬ সালে ফিরে আসে। ডমিনিকান রিপাবলিক ১৯৬০ সালে পদ প্রত্যাহার করে ১৯৬১ সালে ফিরে আসে ইন্দোনেশিয়া ১৯৬৫ সালে সদস্যপদ প্রত্যাহার করে ১৯৬৭ সালে ফিরে আসে এবং চেকোস্লোভাকিয়া (বর্তমানে বিলুপ্ত) ১৯৫৪ সালে সদস্যপদ প্রত্যাহার করে ১৯৯০ সালে পুনরায় যোগদান করে।

১৫. তুরক্ষের মুদ্রার নাম কী? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা - ২০১৯]

ক. দিনার খ. দিরহাম

গ. ডলার ঘ. লিরা উ: ঘ

विशावाड़ि 🗭 बाधा

তুরক্ষের মুদ্রার নাম লিরা। দিনার ইরাক, কুয়েত, বাহরাইন, জর্ডান, উত্তর মেসিডোনিয়া, সার্বিয়া, আলজেরিয়া, লিবিয়া ও তিউনিশিয়ার মুদ্রার নাম। দিরহাম সংযুক্ত আরব আমিরাত ও মরক্কোর মুদ্রার নাম এবং ডলার যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রার নাম।

১৬. বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম আরব দেশ হচ্ছে-[১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা - ২০১৯]

ক. সৌদি আরব খ. কুয়েত

গ. ইরাক ঘ. বাহরাইন উ: গ

विशावाङ़ 🔗 वााथा।

১৯৭২ সালের ৮ জুলাই ইরাক প্রথম আরব দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ইরান ২২ ফেব্রয়ারি ১৯৭৪, কুয়েত ৪ নভেম্বর ১৯৭৩ এবং সৌদি আরব ১৬ আগস্ট ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। তবে সর্বপ্রথম দেশ হিসেবে ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভূটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

১৭. বাংলাদেশের প্রথম ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিন কোনটি? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা - ২০১৯]

ক. পিপীলিকা খ. দোয়েল

গ. পদ্মা ঘ. অনুসন্ধান উ: ক

विमानाङ़ 🔗 नाथा।

পিপীলিকা বাংলাদেশের তৈরিকৃত এবং নিয়ন্ত্রিত প্রথম ইন্টারনেট ভিত্তিক সার্চ ইঞ্জিন। এটি সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মুহাম্মদ জাফর ইকবালে তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক রুহুল আমীনের নেতৃত্বে একদল গবেষক ১৩ এপ্রিল, ২০২৩ সালে চালু করেন। বাংলাদেশের প্রথম স্থানীয়ভাবে তৈরিকৃত ল্যাপটপের নাম দোয়েল। পদ্মা বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম দীর্ঘতম নদী।

১৮. নিউজিল্যান্ডের আদিবাসী কারা? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা - ২০১৯]

ক. টোডা খ. আফ্রিদি

গ. জুলু ঘ. মাউরি উ: ঘ

विमानाङ़ 🔗 नाथा।

নিউজিল্যান্ডের আদি অধিবাসী জাতির নাম মাউরি, তারা বৃহত্তম সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী। এছাড়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এশীয় বংশদ্ভুত মানুষও এখানে বসবাস করে। ইংরেজি নিউজিল্যান্ডের সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা। আদিবাসী মাউরিদের মাতৃভাষা হল মাউরিভাষা। টোডা জাতি বা জনগোষ্ঠী হল দক্ষিণ ভারতের একটি ছোট উপজাতি। পাকিস্তানের উত্তর সীমান্ত প্রদেশ ওযাজিরিস্তানের উপজাতি হচ্ছে আফ্রিদি। জুলু উপজাতি বসবাস হল দক্ষিণ আফ্রিকার কোয়া জুলু নাটাল প্রদেশে।

১৯. বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয় কোন তারিখে? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা - ২০১৯]

ক. ৫ জানুয়ারি খ. ৮ মার্চ

গ. ৫ জুন ঘ. ১০ ডিসেম্বর উ: গ

विमानाङ़ 🔗 नाथा।

৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়। ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস এবং ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস হিসেবে পালিত হয়। ২০২৩ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের স্লোগান হচ্ছে 'Beat plastic pollution' অর্থাৎ 'সবাই মিলে করি পণ, বন্ধ হবে প্লাস্টিক দূষণ। প্রতিপাদ্য 'Solution to plastic pollution' আমরা 'প্লাস্টিক দূষণের সমাধানে, সামিল হই একসাথে'।

২০. জাতিসংঘের কততম সাধারণ অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলায় ভাষণ দিয়েছিলেন? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা - ২০১৯]

ক. ১৯তম খ. ২৯তম

গ. ৩৬তম ঘ. ৩৯তম উ: খ

विमानां ि अ नाथा।

১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে বাংলাদেশ (১৩৬ তম সদস্য), গ্রানাভা এবং গিনি বিলাত সংস্থাটির সদস্যপদ লাভ করে। পরেরদিন অর্থাৎ ১৮ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রথম স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন এস.এ. করীম। ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ তারিখে জাতিসংঘের ২৯ তম অধিবেশনে প্রথম বাংলায় ভাষণ দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৮৬ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৪১ তম অধিবেশনে বাংলাদেশের হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রথম বাংলাদেশি সভাপতি।

২১. উরুগুয়ে রাউন্ড কোন সংস্থাটির সাথে সম্পর্কিত? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা - ২০১৯]

ক. IMF খ. WTO

গ. NATO ঘ. OIC উ: খ

विमानाष्ट्र 🗹 नाथा।

১৯৪৭ সালের ২৩ টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান জেনেভায় GATT দলিলে স্বাক্ষর করে। ১ জানুয়ারি, ১৯৪৮ সাল থেকে GATT কাজ শুরু করে। এর মধ্যে দীর্ঘ ৮ বছর (১৯৮৬-১৯৯৪) ধরে চলা ৮ দফা আলোচনার মধ্যে উরুগুয়ে রাউন্ড ছিলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে

উরুগুয়ে রাউন্ডের আলোচনা শেষে GATT বিলুপ্ত হয়ে বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা (WTO) গঠন করা হয়। যা ১ জানুয়ারি ১৯৯৫ সালে যাত্রা শুরু করে।

- ২২. যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থা কীরূপ? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১৯]
 - ক. রাষ্ট্রপতি শাসিত খ. সাংবিধানিক রাজতন্ত্র
 - গ্র সংসদীয় সরকার ঘ্রাজতন্ত্র উ: ক

विमानाङ् 🗭 नाथा।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান। আইনসভা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট, নিমুকক্ষের নাম হাউজ অব রিপ্রেজেন্টিটিভ এবং এর সদস্যসংখ্য ৪৩৫। উচ্চকক্ষের নাম সিনেট এবং এর সদস্য সংখ্যা ১০০।

- ২৩. SMOG হচ্ছে-[১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১৯]
 - ক. সিগারেটের ধোঁয়া

খ. কুয়াশা

গ. কালোধোঁয়া

ঘ. দৃষিত বাতাস 🛚 Ե: ঘ

विमानाङ् 🗹 नाथा

Smoke হচ্ছে ধোঁয়া ও Fog হচ্ছে কুয়াশা। ধোঁয়া এবং কুয়াশার এই সম্মিলনকে ধোয়াশা বা Smog বলে। Smog হচ্ছে দৃষিত বায়ু। বায়ু দৃষণ বলতে বোঝায় যখন বায়ুতে বিভিন্ন ক্ষতিকারক পদার্থের কণা এবং ক্ষুদ্র অনু অধিক অনুপাতে বায়ুতে মিশে যায়। এটা তখন বিভিন্ন রোগ, অ্যালার্জি এমনকি মৃত্যুর কারন হতে পারে। এছাড়াও এটা অন্যান্য জীবন্ত বস্তু যেমন পশুপাখি, ফসল ইত্যাদির ক্ষতি করে। দৃষিত বায়ু সুস্থ পরিবেশের জন্য বাধা। ২০১৪ সালের WHO এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১২ সালে বায়ু দৃষনে প্রায় ৭ মিলিয়ণ মানুষ মারা গেছে।

- ২৪. ভূকম্পের তীব্রতা মাপার যন্ত্রের নাম কী? [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১৯]
 - ক. ব্যারোমিটার খ. ফ্যাদোমিটার
 - গ. সিসমোগ্রাফ ঘ. কম্পাস উ: গ

विमानाङ़ 🏈 नाथा।

ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট কম্পন বা কম্পনের ঢেউ রেকর্ড করা হয় সিসমোগ্রাফ দিয়ে। বায়ুর চাপ পরিমাপ করার জন্য ব্যবহার করা ব্যায়োমিটার। সমুদ্রের গভীরতা নির্নয় করার যন্ত্র ফ্যাদোমিটার। কম্পাস একটি দিক নির্নয়কারী যন্ত্র।

- ২৫. র**ক্তে হিমোগ্লোবিনের কাজ কী?** [১৬তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১৯]
 - ক. খাদ্য পরিবহন করো
 - খ. হরমোন বহন করা
 - গ. রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করা
 - ঘ. অক্সিজেন পরিবহন করা

উ: ঘ

विमानाङ् 🗹 नाथा।

হিমোগ্লোবিনের কাজ হচ্ছে ফুসফুস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে কলাস(টিস্যু) পরিবহন করা এবং কলা থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে ফুসফুসে পরিবহন করা।

১৫তম প্রভাষক জিকে

- ১. এ-৭ এর একমাত্র এশীয় দেশ কোনটি? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১৯]
 - ক, চীন

খ, বার্মা

গ. ভারত

ঘ, জাপান

উ: ঘ

विमानाष्ट्र 🔗 नाथा।

১৯৭৫ সালে বিশ্বের ৭টি উন্নত দেশের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠন হলো G-7 জাপান এর একমাত্র এশীয় দেশ। অন্য ৬ টি সদস্যরাষ্ট্র হলো- যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, জামানি, ফ্রান্স ও ইতালি। অন্যদিকে চীন ও ভারত BRICS এর অন্যতম সদস্যরাষ্ট্র।

- ২. বিশ্বে জ্বালানি তেল উৎপাদনে শীর্ষ দেশ কোনটি? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১৯]
 - ক. যুক্তরাষ্ট্র

খ. যুক্তরাজ্য

গ. সৌদি আরব ঘ. ইরান

উ: ক

विशावाड़ि 🗭 बाधा

বর্তমান বিশ্ব জ্বালানি তেল উৎপাদনের শীর্ষ রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র (১৪.৭%)। এর পরের অবস্থানগুলো যথাক্রমে সৌদি আরব(১৩.২%) ও রাশিয়া(১২.৭%)'র দখলে।

- UNHCR এর সদর দপ্তর কোথায়? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১৯]
 - ক জেনেভা

খ. ভিয়েনা

গ, বার্ন

ঘ. অস্ট্রিয়া

উ: ক

विशावाङ़ि 🕑 बाधा

UNHCR বা United Nations High Commissioner for Refugees এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়। অন্যদিকে বিশ্ব ডাক সংস্থা ও OPEC এর সদর দপ্তর যথাক্রমে 'বান' ও ভিয়েনা' শহরে অবস্থিত। উল্লেখ্য ,অস্ট্রিয়া রাজধানী শহর ভিয়েনা।

- 8. ফিফা বিশ্বকাপ- ২০২২ কোথায় অনুষ্ঠিত হয়? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১৯]
 - ক. কাতার

খ. বাহরাইন

গ. দুবাই

ঘ. আবুধাবি

উ: ক

विमानाष्ट्र 🔗 नाथा।

২০২২ সালে বিশ্বকাপ ফুটবলের ২২তম আসর কাতারে অনুষ্ঠিত হয়। ফিফা বিশ্বকাপ-২০২৬ তথা ২৩ তম আসরটি যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং কানাডা যৌবভাবে আয়োজন করবে। ২৪তম আসরটি ২০৩০ সালে স্পেন, পর্তুগাল ও মরক্কোতে অনুষ্ঠিত হবে।

- ৫. সোয়াইন ফ্লু ভাইরাসের উৎপত্তিস্থল কোথায়? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১৯]
 - ক. আফ্রিকা

খ, এশিয়া

গ, মেক্সিকো

ঘ, অস্ট্রেলিয়া

উ: গ

विमानाष्ट्र 🗹 नाथा।

২০০৯ সালের শুরুর দিকে, উত্তর আমেরিকা মহাদেশের মেক্সিকোতে সর্বপ্রথম মানবদেহে সোয়াইন ফ্লু ছড়িয়ে পরে। আক্রান্ত মানুষের হাঁচি, কাশি, প্রভৃতির মাধ্যমে এ ভাইরাস ছড়াতে পারে।

৬. পদ্মা ও মেঘনা নদীর মিলনম্থলের নাম কী? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা - ২০১৯]

ক. গোয়ালন্দ খ. চাঁদপুর

গ ভোলা ঘ বরিশাল উ: খ

विमानाष्ट्र 🗹 नाथा।

পদ্মা ও মেঘনা নদী চাঁদপুরের নিকটে মিলিত হয়ে মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। অন্যদিক পদ্মা ও যমুনা নদী দৌলতদিয়ার নিকটে গোয়ালন্দে মিলিত হয়েছে। উল্লেখ্য, গড়াই, কুমার, আড়িয়াল খাঁ, ইছামতি ইত্যাদি পদ্মার প্রধান শাখানদী।

জাপানের পার্লামেন্টের নাম কী? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা - ২০১৯]

ক, ডায়েট খ, কায়েট

গ. লোকসভা ঘ. ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিউ: ক

विकासि 🗭 साथा

জাপানের পার্লামেন্টের নাম ডায়েট। অন্যদিকে 'লোকসভা' হলো ভারতীয় সংসদের নিম্নকক্ষ। আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইনসভার নাম-

~ 12			
আইনসভা	দেশ	আইনসভা	দেশ
লয়াজিরগা	আফগানিস্তান	স্টরটিং	নরওয়ে
সোংডু	ভুটান	রিক্সড্যাগ	সুইডেন
নেসেট	ইসরাইল	ন্যাশনাল	পাকিস্তান
		অ্যাসেম্বলি	

- ৮. বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ কোন তারিখে ইউনেক্ষোর 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল' রেজিস্টার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা - ২০১৯]
 - ক. ২০ অক্টোবর, ২০১৭খ. ২৫ অক্টোবর, ২০১৭
 - গ. ৩০ অক্টোবর, ২০১৭ঘ. ৩১ অক্টোবর, ২০১৭উ: গ

विमानाङ़ 🔗 नाथा।

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেক্ষো (UNESCO) ৩০ অক্টোবর, ২০১৭ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ৭ই মার্চের ভাষণকে বিশ্বের প্রামাণ্য ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ভাষণটি ইউনেক্ষো বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণ্য ঐতিহ্য সংরক্ষণে জন্য 'Memory of the world International Heritage Register'- এর তালিকাভূক্ত করেছে। এ পর্যন্ত এসব স্বীকৃতির মধ্যে ৭ই মার্চের ভাষণটি প্রথম প্রাভুলিপিবিহীন এবং অলিখিত ঐতিহ্য।

৯. ক্রেমলিন কী? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা - ২০১৯]

- ক. মার্কিন প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন
- খ. রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন
- গ. বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন
- ঘ. অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন উ: খ

विशावाड़ि 🗭 बाधा

ক্রেমলিন রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন। অন্যদিকে 'যুক্তরাষ্ট্র' ও 'অস্ট্রেলিয়ার' প্রেসিডেন্টের বাসভবন যথাক্রমে 'হোয়াইট হাউস' ও 'দ্যা লজ'। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন '১০নং ডাউনিং স্ট্রিটে' অবস্থিত।

- ১০. আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয় কোন তারিখে? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১৯]
 - ক. ৮ই ফেব্রুয়ারি খ. ৮ই মার্চ
 - গ. ৮ই এপ্রিল ঘ. ৮ই আগস্ট উ: খ

विमानाङ़ 🗭 नाथा।

দই মার্চে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিবস: ৮ই আগস্ট: বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছার জন্মবার্ষিকী। ১৪ই ফেব্রুয়ারি: সুন্দরবন দিবস। ১০ ডিসেম্বর: বিশ্ব মানবাধিকার দিবস। ৫ জুন: বিশ্ব পরিবেশ দিবস।

- ১১. বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১৯]
 - ক. শেখ মুজিবুর রহমান খ. এম. মনসুর আলী
 - গ্রাতাজউদ্দিন আহমদঘ্য আতাউর রহমান খান উ: গ্র

বিদ্যাবাড়ি 🕑 ব্যাখ্যা

১৯৭১ সালে মুজিবনগরে গঠিত বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। অন্যদিকে অস্থায়ী সরকারে শেখ মুজিবুর রহমান ও এম.মনসুর আলীর দায়িত্ব ছিলো যথাক্রমে 'রাষ্ট্রপতি' এবং 'অর্থ-বানিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী'। আতাউর রহমান খান বাংলাদেশের একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী।

- ১২. **'মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা- গানের রচয়িতা কে?** [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১৯]
 - ক. অতুল প্রসাদ সেন খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
 - গ. কাজী নজৰুল ইসলাম ঘ. কবি জসীমউদ্দীন উ: ক

विमानाङ़ 🔗 नाथा।

"মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা"-গানটির রচয়িতা অতুল প্রসাদ সেন। তিনি একাধারে কবি,গীতিকার ও গায়ক ছিলেন।

- ১৩. বাং**লাদেশের একমাত্র মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত?** [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১৯]
 - ক. ঢাকা খ. ফরিদপুর
 - গ. ময়মনসিংহ ঘ. খুলনা উ: গ

विकानां ि अनाथा।

বাংলাদেশের একমাত্র মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটটি ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় রয়েছে। অন্যদিকে 'নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট', 'বাংলাদেশ পাট গবেষনা ইনস্টিটিউট' ও 'বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট', যথাক্রমে 'ফরিদপুর','ঢাকা' ও গাজীপুর শহরে অবস্থিত।

- ১৪. বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর কোন বাহিনীতে চাকুরিতে ছিলেন? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১৯]
 - ক. সেনাবাহিনী খ. নৌবাহিনী
 - গ. বিমান বাহিনী ঘ. পুলিশ বাহিনী উ: ক

विशावाङ़ि 🔗 वाशा

বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। তিনি ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে চাপাইনবাবগঞ্জে ৭ নং সেক্টর শাহাদাত বরণ করেন। উল্লেখ্য, ৭জন বীরশ্রেষ্ঠ পদকপ্রাপ্তদের মধ্যে ৩ জন ছিলেন সেনাবাহিনীতে চাকুরীরত। তাঁরা হলেন- ১. সিপাহী মোন্ডফা কামাল ২. সিপাহী হামিদুর রহমান ৩. ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর।

- ১৫. বাংলাদেশে স্থানীয় প্রশাসন কাঠামোর সর্বনিম স্তর কোনটি? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১৯]
 - ক, জেলা পরিষদ খ, উপজেলা পরিষদ
 - গ্. ইউনিয়ন পরিষদ ঘ্. গ্রাম পরিষদ উ: গ

विमानां ि 🗹 नाथा।

বাংলাদেশে বর্তমানে তিন স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামো রয়েছে। যথা-ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদ। এগুলোর মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের অবস্থান সর্বনিম্ন স্তরে। এছাড়া, শহরাঞ্চলে পৌরসভা ও সিটি কপোরেশন; পার্বত্য চউগ্রামে আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলায় তিনটি জেলা পরিষদ রয়েছে। যা স্থানীয় সরকার কাঠামোর অন্তর্ভক্ত।

- ১৬. বায়ুমণ্ডলের ওজন স্তর অবক্ষয়ের জন্য কোন গ্যাসের ভূমিকা সর্বোচ্চ? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১৯]
 - ক. সিএফসি খ. মিথেন
 - গ. কার্বন ডাই অক্সাইড ঘ. নাইট্রোজেন উ: ক

विमानां ि अनाथा।

ওজন স্তর অবক্ষয়ের জন্য CFC গ্যাসের ভূমিকা সর্বোচ্চ। এটি ক্লোরোফ্লোরো কার্বনের সংক্ষিপ্ত রূপ। এ গ্যাস স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে পৌঁছালে সেখানে অতি বেগুনি রিশ্মির জন্য প্রথমে CFC ক্লোরিন (CI) পরমানুতে পরিণত হয় এবং এই CI পরমাণুতে পরিণত হয় এবং CI ওজন অনুর সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে ওজন স্তর ধ্বংস করে।

- ১৭. 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' বলা হয় বাংলা কোন সনকে? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১৯]
 - ক. ১১৭৬ খ. ১৭৭০
 - গ. ১৭৭৬ ঘ. ১১৭০ উ: ক

विद्यानाङ़ि 🕑 नाथा।

১১৭৬ বঙ্গাব্দে (১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দ) বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল যা ইতিহাসে 'ছিয়ান্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। তাছাড়া ১৩৫০ বঙ্গাব্দে(১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দ) সংগঠিত দুর্ভিক্ষটিও অত্যন্ত ভয়াবহ ছিলো। এটি 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' নামে পরিচিত।

- ১৮. কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে তথ্য আদান-প্রদান প্রযুক্তিকে কী বলা হয়? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা - ২০১৯]
 - ক, ইন্টারকম খ, ইন্টারনেট
 - গ. ই-মেইল ঘ. ইন্টারস্পীড উ: খ

বিদ্যাৰাড়ি 🕑 ৰাখ্যা

ইন্টারনেট শব্দটি ইন্টারকানেটেড নেটওয়ার্ক (Interconnected network) এর সংক্ষিপ্ত রূপ । এটি এমন একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক যা পুরো পৃথিবীর কম্পিউটারগুলোকে এতে অপরের সাথে সংযুক্ত করে। ১৯৬৯ সালে ইন্টারনেট আবিষ্কৃত হয়।

- ১৯. বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের মোট সদস্য সংখ্যা কত? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১৯]
 - ক. ৩৩০ খ. ৩৪০
 - গ. ৩৫০ ঘ. ৩৬০ উ: গ

विमानाष्ट्र 🗹 नाथा।

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদের মোট সদস্যসংখ্যা ৩৫০ জন। যার মধ্যে ৩০০ টি আসন থেকে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে সদস্য নির্বাচিত হয়, বাকী ৫০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত।

- ২০. **OPEC-এর সচিবালয় কোথায় অবস্থিত?** [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১৯]
 - ক. ভিয়েনা খ. লিবিয়া
 - গ. কাতার ঘ. কুয়েত উ: ক

विमानाङ़ 🔗 नाथा।

অস্ট্রিয়ার রাজধানী শহর ভিয়েনায় OPEC এর সচিবালয় অবস্থিত। ১৯৬০ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর তেল উৎপাদনকারী ৫টি দেশের সমন্বয়ে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর বর্তমান সদস্যসংখ্যা ১৩টি ।

- ২১. থাইল্যান্ডের মুদ্রার নাম কী? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১৯]
 - ক. লিরা খ. ক্রোনা
 - গ. বাথ ঘ. রিংগিত উ: গ

विमानाङ़ि 🕑 नाषा

থাইল্যান্ডের মুদ্রার নাম বাথ। অন্যদিকে, 'লিরা','ক্রোনা' ও 'রিংগিত' যথাক্রমে 'তুরক্ষ', 'সুইডেন' ও 'মালয়েশিয়ার' মুদ্রার নাম। আইসল্যান্ডের মুদ্রার নাম ও ক্রোনা।

- ২২. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য কোন দুই নারীকে 'বীর প্রতীক' উপাধিতে ভূষিত করা হয়? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১৯]
 - ক. তারামন বিবি ও ময়মুনা বিবি
 - খ. সিতারা বেগম ও ময়মান বিবি

গ. তারমন বিবি ও সিতারা বেগম

ঘ. মনসুরা বিবি ও তারামন বিবি উ: গ

विमानाङ़ 🏈 नाथा।

মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য ড.সিতারা বেগম ও তারামন বিবিকে বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তাঁরা যথাক্রমে ২নং এবং ১১নং সেক্টরে যুদ্ধ করেছিলেন। উল্লেখ্য, খাসিয়া সম্প্রদায়ভূক্ত নারী কাঁকন বিবি মুক্তিযুদ্ধের এক বীরযোদ্ধা যিনি গুপ্তচর হিসেবে কাজ করতেন। তবে তিনি কোন উপাধি লাভ করেননি।

২৩. মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে কত সালে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা - ২০১৯]

ক. ১৯৭০

খ. ১৯৬৯

গ. ১৯৬৮

ঘ. ১৯৬৬

উ: খ

विमानाष्ट्र 🗹 नाथा।

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১৯৬৯ সালের ২৩ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মানে ঢাকার রেসর্কোস ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়াদী উদ্যান) এক সভার আয়োজন করে। এ সম্মেলনে ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেন।

২৪. বাং**লাদেশের রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের সহায়তাকারী দেশ কোনটি?** [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা - ২০১৯]

ক, ভারত

খ. চীন

গ. রাশিয়া

ঘ. যুক্তরাষ্ট্র

উ: গ

विमानाङ् 🗹 नाथा।

পাবনার রূপপুরে অবস্থিত ২৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পে সহায়তাকারা দেশ হলো রাশিয়া। বাংলাদেশ পারমানবিক শক্তি ব্যবহারের দিক থেকে ৩৩ তম দেশ। উল্লেখ্য, বর্তমানে পৃথিবীর মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রায় ১০% পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো থেকে উৎপাদিত হয়।

২৫. 'মহাস্থানগড়' কোন নদীর তীরে অবস্থিত? [১৫তম প্রভাষক নিবন্ধন পরীক্ষা - ২০১৯]

ক. কপোতাক্ষ

খ. যমুনা

গ, পদ্মা

ঘ, করতোয়া

উ: ঘ

বিদ্যাবাড়ি 🏈 ব্যাখ্যা

বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায় মহাস্তানগড় অবস্থিত। এটি করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত। এটি বাংলার প্রাচীনতম জনপদ, যা গুপ্ত ও মৌর্যযুগে রাজধানী ছিলো। এর প্রাচীন নাম পুদ্রনগর। অন্যদিকে, 'রাজশাহী','যশোর',ও 'সিরাজগজ্ঞ' শহরগুলো যথাক্রমে 'পদ্মা','কপোতাক্ষ' ও 'যমুনা' নদীর তীরে অবস্থিত।